POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ
وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا
عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا
رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا
كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ○ (آل عمران:80)

কোন সত্যপরায়ণ মানুষের পক্ষেই ইহা সমীচীন নহে যে, আল্লাহ্ তাহাকে কিতাব, প্রজ্ঞা এবং নবুয়ত দান করেন, অতঃপর সে লোকদিগকে বলে, 'আল্লাহকে ছাড়িয়া তোমরা আমার ইবাদতকারী হও, বরং (সে ইহাই বলিবে) তোমরা রব্বানী (প্রভুর ইবাদতকারী) হও, কেননা তোমরা কিতাব শিক্ষা দিয়া থাক এবং এইজন্য যে, তোমরা কিতাব অধ্যয়ন করিয়া থাক। (আলে ইমরান: ৮০)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 4

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 19

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 9 মে, 2019 3 রমযান 1440 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

মহানবী (সা.) তাঁর জীবদ্দশায় একটি জামাতকে পবিত্র করেন, যারা হলেন সম্মানীয় সাহাবাগণ, এবং অনাগত আরও একটি জামাতকেও যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে- لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ

মসীহ ও মাহদী দুই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি নয়, বরং একজন ব্যক্তির দুটি উপাধি হবে। 'মাহদী' শব্দের অর্থ হল হেদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তি। আগমণকারী মসীহর একটি প্রমূখ বৈশিষ্ট্য হবে, তিনি কুরআনের বোধশক্তি এবং অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হবেন। তিনি কেবল কুরআন প্রদত্ত অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে মানুষকে তাদেরকে সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দিবেন।

বাণীঃ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)

মসীহ ও মাহদী

মহানবী (সা.) বলেন: এক আমার যুগ আশিসমণ্ডিত, অপর এক আশিসমণ্ডিত যুগ হল মসীহ ও মাহদীর যার আগমণ ভবিষ্যতে ঘটবে। মসীহ ও মাহদী দুই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি নয়, বরং একজন ব্যক্তির দুটি উপাধি হবে। 'মাহদী' শব্দের অর্থ হল হেদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তি। কেউ একথা বলতে পারে না যে, মসীহ হেদায়াত প্রাপ্ত নন। হেদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তি মসীহ হোক বা না হোক, মসীহ যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হেদায়াতপ্রাপ্ত হবেন, সে কথা কোন মুসলমান ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে না। বস্তুতপক্ষে আল্লাহ্ তা'লা এই দুটি শব্দ অপবাদ ও নিন্দার প্রতিরোধ হিসেবে ব্যবহার করেছেন, এবং একথা প্রমাণ করতে যে, এই ব্যক্তি কাফের বা অন্যকেও পথভ্রষ্ট করে এমন পথভ্রষ্ট নয় , বরং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হেদায়াতপ্রাপ্ত। যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা জানতেন যে, আগমণকারী মসীহ ও মাহদীকে দাজ্জাল এবং পথভ্রষ্ট নামে অভিহিত করা হবে, এই কারণেই তাঁকে মসীহ ও মাহদী বলা হয়েছে। اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ (আরাফ, আয়াত: ১৭৭) আয়াতের মাধ্যমে দাজ্জালের স্বরূপ বর্ণনা করা হয়, অপরদিকে মসীহ্‌র জন্য স্বর্গলোকের দিকে উত্তোলন হওয়া নির্ধারিত ছিল। অতএব, আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় যেন দুটি ভিন্ন ভিন্ন যুগে পূর্ণতা লাভ করে, এটি পূর্বেই নির্ধারিত হয়েছিল। একটি ছিল আঁ হযরত (সা.)-এর যুগ এবং অপরটি ছিল পরবর্তীকালে মসীহ্‌র যুগ। অর্থাৎ এক যুগে সত্য শিক্ষা রূপে কুরআন অবতীর্ণ হল, কিন্তু পথভ্রষ্টতার যুগ এই শিক্ষাকে পর্দাবৃত করে রাখে, যে আবরণ উন্মুক্ত হওয়া মসীহ্‌র যুগে অবশ্যম্ভাবী ছিল। যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) তাঁর জীবদ্দশায় একটি জামাতকে পবিত্র করেন, যারা হলেন সম্মানীয় সাহাবাগণ, এবং অনাগত আরও একটি জামাতকেও যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে- لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ (সূরা জুমা, আয়াত: ৪) অতএব, স্পষ্ট হল যে, পথভ্রষ্টতার যুগে আল্লাহ্ তা'লা এই দ্বীনকে ধ্বংস হতে দিবেন না, এমন সুসংবাদ তিনি দিয়ে রেখেছেন, বরং সেই যুগে কুরআনের প্রকৃত স্বরূপ এবং তত্ত্বজ্ঞান উদ্ঘাটন করে দিবেন। বর্ণিত হয়েছে যে, আগমণকারী মসীহর একটি প্রমূখ বৈশিষ্ট্য হবে, তিনি কুরআনের বোধশক্তি এবং অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হবেন। তিনি কেবল কুরআন প্রদত্ত অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে মানুষকে তাদেরকে সেই সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দিবেন যা কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে তাদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে বসেছিল।

মুসবী ধারা এবং মহম্মদীয় ধারার মধ্যে সাদৃশ্য

কুরআন করীমে হযরত রসুলে আকরম (সা.)-কে মূসার সদৃশ বা প্রতিরূপ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে এই আয়াত দ্বারা-

اِنَّآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا

(সূরা মুযাম্মিল, আয়াত: ১৬

আল্লাহ্ তা'লা অন্যত্র বলেন:

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

(সূরা নূর, আয়াত: ৫৬)

মূসার এই প্রতিরূপের খলীফারাও সেই ধারা অনুযায়ী আসবেন, যেভাবে মূসার খলীফারা ধারাবাহিকভাবে এসেছেন। এই ধারা চৌদ্দশ বছর পর্যন্ত অব্যাহত থেকেছে, নিরবিচ্ছিন্নভাবে খলীফারা এসেছেন। এটি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, যেভাবে প্রথম ধারার সূচনা হয়েছিল, অনরূপভাবে এই ধারাটিও সূচিত হবে। অর্থাৎ যেভাবে মূসা প্রারম্ভে প্রবল পরাক্রম দেখিয়ে মানুষকে ফেরাউনের হাত থেকে পরিত্রাণ করে, অনুরূপভাবে আগমণকারী নবীও মূসা সদৃশ হবেন।

فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا السَّمَآءُ مُنْفَطِرٌ بِهٖ كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا

(মুযাম্মিল, আয়াত: ১৮-১৯)

অর্থাৎ যেভাবে আমরা মূসাকে প্রেরণ করেছিলাম, অনুরূপভাবে রসুলে আকরম (সা.)-এর আবির্ভাবের যুগে আরবের কাফেররাও ফেরাউন সদৃশ হয়ে উঠেছিল। ফেরাউনের মত তারাও প্রতাপশালী ঐশী নিদর্শন না দেখা পর্যন্ত পাপের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। অতএব আঁহযরত (সা.)-এর কাজ মূসার কাজ সদৃশ ছিল। বাহ্যতঃ প্রতীত হয় যেন এই মূসার কাজ প্রশংনীয় ছিল না, কিন্তু কুরআন করীম এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করেছে। মূসার যুগে বনী ইসরাঈল জাতি ফেরাউনের হাত থেকে মুক্তি পেলেও, তারা পাপ থেকে পরিত্রাণ পায় নি। তারা বাদানুবাদ করল, তাদের অন্তরে বক্রতা সৃষ্টি হল, এমনকি তারা মূসার উপর আক্রমণ করতেও

এরপর শেষের পাতায়.....

১২৫ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০১৯ সালে কাদিয়ানে অনুষ্ঠিতব্য জলসা সালানার জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৭, ২৮ ও ২৯ শে ডিসেম্বর ২০১৯ (যথাক্রমে- শুক্র, শনি ও রবিবার)। আশিসমণ্ডিত এই জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন আর পাশাপাশি দোয়াও করুন যেন আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করেন। এই জলসা সালানা যেন সার্বিকভাবে সফল ও আশিসমণ্ডিত হয়, এবং সৎ প্রকৃতির মানুষের হেদায়েতের কারণ হয়, সেই উদ্দেশ্যে দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্‌সানুল জাযা। (নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর জার্মান সফর, অক্টোবরর, ২০১৮

এক ব্যক্তি বলেন: আমি জলসায় বয়আত করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। আমার পরিবারে কিছু সমস্যা রয়েছে। আমার দুই তুতো ভাই কোসোভোর দুটি বড় মসজিদের ইমাম। তাদের পক্ষ থেকে তুমুল বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। হুযুর যদি আমাকে কোন কৌশল বলে দিতেন যা আমার উপকারে আসত আর আমি তাদেরকে বোঝাতে পারতাম।

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: এর জন্য একমাত্র কৌশল হল তাদের জন্য দোয়া করুন এবং তাদের প্রতি স্নেহপূর্ণ আচরণ করুন। তাদের সঙ্গে ইসলামী শিক্ষা সম্মত আচরণ করুন। যদি তারা কঠোরতা করে, আপনি তাদেরকে নম্র হয়ে উত্তর দিন। এছাড়া আর তো কোন কৌশল নেই। যদি কোন কৌশল থাকত, তবে আমরা সেটি পাকিস্তানে প্রয়োগ করতাম। দ্বিতীয়ত, গতকাল আমি কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেছিলাম, পূর্বেও একাধিক বার শুনিয়েছি- আহমদীয়াত গ্রহণ করার পর বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হয়। একথা তো আল্লাহ্ তা'লাই স্বয়ং বলেছেন। তোমরা ঈমানে কতটা দৃঢ় ও অবিচল সেটার দেখার জন্য তোমাদের পরীক্ষা নেওয়া হয়। কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা লিখে রেখেছেন, পরীক্ষা ব্যতীত তোমাদের ঈমানের দৃঢ়তা প্রকাশ পাবে না। অতএব, উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করতে থাকুন, একদিন না একদিন নিশ্চয় অবস্থার উন্নতি ঘটবে। আমি গতকাল এক ব্যক্তির ঘটনা শুনিয়েছিলাম যার স্ত্রী পাঁচ বছর পর্যন্ত তার বিরোধীতা করতে থাকে আর সে পাঁচ বছর পর্যন্ত স্ত্রীর জন্য দোয়া করতে থাকে। পাঁচ বছর পর তার দোয়া কবুল হয়। আঁ হযরত (সা.)-এর যুগে অবিরাম নির্যাতন ও উৎপীড়ন হয়েছে। মানুষ অনেক অত্যাচার করেছে। আঁ হযরত (সা.) -এর দোয়া সত্ত্বেও অনেকের সংশোধন হয় নি, কিন্তু যাদের সংশোধন হওয়া অবধারিত ছিল, তাদের পক্ষে এই দোয়া দ্রুত ফলপ্রসুও হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা যাদের সংশোধন করতে চাইতেন, তাদের পক্ষে আঁ হযরত (সা.)-এর দোয়া মূহুর্তেই গৃহীত হয়েছে আর এভাবে তাদের সংশোধন হয়েছে। অতএব, আপনিও দোয়া করতে থাকুন, তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে থাকুন, বাকিটা আল্লাহ্ তা'লার হাতে ছেড়ে দিন।

নাইজেরিয়া, বুর্কিনাফাসো এবং গিনিকুনাকিরির প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত

নাইজেরিয়া থেকে আগত ইদি কামায়ে নামে এক অতিথি বলেন: জলসা সালানার প্রত্যেকটি বিভাগের ব্যবস্থাপনা অসাধারণ ছিল। কোথাও কোন ত্রুটি চোখে পড়ে নি। এটি আমার প্রথম জলসা সালানা ছিল। জীবনে আমি এই প্রথম হুযুর আনোয়ারকে নিজের সামনে এত কাছে থেকে দেখলাম। এখানকার ব্যবস্থাপনা আমাদের অনেক সেবাযত্ন করেছে।

একজন স্থানীয় মিশনারী LAWALI OUMAR CHAIBOU সাহেব বলেন: জলসার দিনগুলি খুব ভাল কেটেছে। আমাদের জন্য দোয়া করুন যেন নাইজেরিয়াতেও আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সফলতা দান করেন। অনেক বিরোধী ইমাম আমাদের নিরন্তর বিরোধীতা করে, আমাদের উত্যক্ত করে।

হুযুর বলেন, বিরোধী ইমাম তো বিরোধীতা করবেই। পাকিস্তানে মৌলবীরা আমাদেরকে যতটা অস্থির করে রাখে, ততটা অন্য আর কেউ করে না। সেখানে সেই সব মৌলবীদের সঙ্গে সরকারের যোগসাজেশ রয়েছে। আফ্রিকার ইমামদের মধ্যে সততা রয়েছে। তাদেরকে বোঝালে বুঝে যায়। তাদের জন্য দোয়া করতে থাকুন এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে তবলীগ করেন।

এক স্থানীয় মুয়াল্লিম সাহেব বলেন: দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। যা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন: যখন কোন জাতি নিজেদের উন্নতির জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়, তখনই তারা উন্নত হয় এবং তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। জামাত আহমদীয়া এর জন্য চেষ্টা করছে।

নাইজেরিয়া থেকে আগত সদর মজলিস আনসারুল্লাহ LOUE SEYDOU সাহেব বলেন: আসলে আমি আইভোরি কোস্টের মূল বাসিন্দা। গত দশ বছর থেকে নাইজেরিয়ায় বসবাস করছি। এর পূর্বে নাইজেরিয়া এবং বুর্কিনাফাসোয় হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত করার সৌভাগ্য হয়েছে। জলসা সালানার সমস্ত ব্যবস্থাপনা খুব উন্নত মানের ছিল। এক নেতা ও এক জাতির দৃশ্য আমরা এখানে প্রত্যক্ষ করলাম। নাইজেরিয়ার জনসংখ্যার ৯৭ শতাংশ মুসলিম। আরব দেশগুলি এখানে বিনিয়োগ করেছে। আমাদের দেশে আহমদীয়াতই সত্যকে সকলের সামনে তুলে ধরেছে। নাইজেরিয়া জামাতের সকলের জন্য দোয়ার আবেদন করছি। হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ ফযল করুন। হুযুর আনেয়ার নাইজেরিয়া থেকে আগত মুবাল্লিগ সাহেবকে নির্দেশ দিয়ে বলেন: চেষ্টা করে সমস্ত জামাতে এম.টি.এ লাগান। এর উত্তরে মুবাল্লিগ সাহেব বলেন, কেন্দ্র থেকে আর্কিটেক্ট এ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার এসোসিয়েশন সোলার সিস্টেম এবং এম.টি.এ লাগানোর চেষ্টা করছে।

গিনিকিনাকিরি থেকে আগত ডক্টর মহম্মদ ওডা সাহেব বলেন: আমি গিনিকিনাকরীর এক বড় হাসপাতালের ন্যাশনাল ডাইরেক্টর পদে রয়েছি। আমি লেবাননের মূল বাসিন্দা। কিন্তু এখানে দীর্ঘকাল থেকে বসবাস করছি। আমি হুযুর আনোয়ারের সরলতা, বিনয় এবং নেতৃত্বের প্রশংসক। আল্লাহ্ তা'লা আমাকেও বিনয়ী, ধৈর্যশীল এবং কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত করুন। আমি আপনার, আপনার পরিবার এবং জামাতের জন্য দোয়া করি। আপনি অত্যন্ত স্নেহশীল মানুষ। এখানে আসার সুযোগ পেয়ে আমি এক নতুন জগত সম্পর্কে অবগত হলাম। আপনারাই প্রকৃত ইসলামের উপর আমল করছেন।

গিনিকিনাকিরি থেকে আগত এক আহমদী বন্ধু মহম্মদ এলাসেন আকোব বলেন: আমি বেনিনের মূল বাসিন্দা। গত ৩০ বছর থেকে এই গিনিকিনাকিরি তে বসবাস করছি। ১৯৮৭ সাল থেকে আমি আহমদী। জলসা দেখে ভীষণভাবে আনন্দিত। প্রত্যেকটি বিষয় এবং ব্যবস্থাপনা উৎকৃষ্ট মানের ছিল। কোথাও কোন প্রকারের ঝগড়া বিবাদ ছিল না। অত্যন্ত সুসংগঠিত এবং সুসংহতভাবে সমস্ত কিছু পরিচালিত হচ্ছিল। আমার পরিবার এবং সন্তান সকলেই আহমদী।

পেশায় সাংবাদিক কঙ্গোব্রাজাভিল থেকে প্রতিনিধি দলের এক সদস্য Diakoundila Edechevry সাহেব হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করেন। হুযুরের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন: "জলসার অনুষ্ঠানসমূহের ভিডিও ধারণ করেছেন এবং একটি ডকুমেন্টিরি তৈরী করেছেন। শুক্রবার সন্ধ্যার সংবাদে জার্মান জলসা সালনা সম্পর্কে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। এছাড়া রবিবারও অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছে। দেশে ফিরে গিয়েও অনুষ্ঠান প্রচার করবেন। সেখানে জামাতের অনুষ্ঠান সম্পর্কে মানুষ ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। কেবল সেখানকার মৌলবীরা এর বিরোধীতা করেছে।" যা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন মৌলবীদের বিরোধীতার কারণে চ্যানেল কি বন্ধ করে দিবেন? সাংবাদিক বলেন, আমি গত দু'বছর থেকে জামাতের অনুষ্ঠান প্রচার করছি। মৌলবীদের বিরোধীতার পরও অনুষ্ঠান প্রচার করছি। আমি সত্যের সঙ্গে আছি।

একথা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন: খোদা তা'লা আপনাকে পুণ্যের তৌফিক দিন। সাংবাদিক আরও বলেন, এখানে জার্মানীর জলসায় এসে আমি নিজের চোখে বিরাট এক সুসংঘবদ্ধ জাতি দেখলাম। বিরোধী মৌলবীরা বলে, কঙ্গোতে ছোট্ট একটি জামাত রয়েছে। বাইরে কোথাও কোন জামাত নেই। হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি স্বচক্ষে সব কিছু দেখলেন। এই মৌলবীদের কথা ছেড়ে দিন। খোদা তা'লা আপনাকে সততার সঙ্গে কাজ করার তৌফিক দান করুন এবং আপনাকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।

বুলগেরিয়ান প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত

বুলগেরিয়া থেকে ৫৬ সদস্যের দল জার্মানী জলসায় অংশগ্রহণ করে, যাদের মধ্যে ৩১ জন ছিলেন অ-আহমদী।

প্রতিনিধি দলের এক ভদ্রমহিলা বলেন, 'আমি প্রথম বার জলসায় অংশগ্রহণ করছি। জলসার ব্যবস্থাপনা দেখে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি। নিজের এবং প্রিয়জনদের জন্য দোয়ার আবেদন জানাই।

এক ভদ্রমহিলা বলেন, 'জলসায় অংশগ্রহণ করা আমার জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। এমন সমাবেশ আমি কখনও দেখি নি। এই দিনগুলিকে আমি জীবনের সেরা দিন বলে মনে করি। আমি সবদিক থেকে আপনার সেবা ও সহায়তার জন্য প্রস্তুত আছি।

এক ভদ্রমহিলা বলেন, আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। এখানে আমাদের খুব সুন্দর সেবাযত্ন করা হয়েছে। প্রত্যেকেই আমাদের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি দিয়েছে। আমরা হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেলাম। হুযুরের ভাষণগুলি অত্যন্ত প্রভাবসৃষ্টিকারী ছিল। হুযুর আমাদের জন্য দোয়া করুন, আমরা যেন পাপ থেকে মুক্তি পাই এবং নিজেদের অন্তরে পরিবর্তন আনতে পারি। যা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনিও দোয়া করুন, আমিও আপনাদের জন্য দোয়া করব।

এক অতিথি বলেন, এটি আমার হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে দ্বিতীয় সাক্ষাত। জলসা সালনার ব্যবস্থাপনা খুবই ভাল ছিল। আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আমার কিছু প্রশ্ন ছিল যেগুলির উত্তর আমি হুযুর আনোয়ারের পক্ষ থেকে পেয়ে গেছি আর আমি পুরোপুরি আশ্বস্ত। আমি বুলগেরিয়ায় হিউম্যানিটি ফার্স্টের একজন সদস্য। আমরা হিউম্যানিটি

এরপর ৮ এর পাতায়..

জুমআর খুতবা

হে আল্লাহ্! তুমি আমার দৃষ্টিশক্তি নিয়ে যাও, যেন আমি এরপর আমার প্রেমাস্পদ মুহাম্মদ (সা.) ছাড়া আর কাউকে না দেখি।

আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে আঁ হযরত (সা.) -এর দাসত্বে শরিয়তবিহীন নবী হিসেবে মান্য করি। এর ফলে আঁ হযরত (সা.)-এর খতমে নবুয়তের মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকে, বরং এর দ্বারা মর্যাদা আরও উচ্চতর হয়, কেননা এখন নবুয়তও কেবল তাঁর দাসত্বে পাওয়া সম্ভব।

হে আল্লাহ্! তুমি আমার দৃষ্টিশক্তি নিয়ে যাও, যেন আমি এরপর আমার প্রেমাস্পদ মুহাম্মদ (সা.) ছাড়া আর কাউকে না দেখি।

নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার মূর্তপ্রতীক বদরী সাহাবীগণ

হযরত খিরাশ বিন সিম্মা আনসারী, হযরত উবায়েদ বিন তাহইয়ান, হযরত আবু হান্না মালিক বিন আমার, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ বিন সায়ালবা, হযরত মুয়ায বিন আমার বিন জামুহ রাযিআল্লাহু আনহুম ওয়া রাযু আনহুর পবিত্র জীবনালেখ্য নিয়ে আলোচনা।

আহমদীয়াতের জার্নাল এবং আহমদীয়াতের জন্য উন্মাদনা ও আত্মাভিমানের উন্মুক্ত তরবারি, খিলাফতের গভীর অনুরাগী, বিশ্বস্ত, অসীম সাহসী ও জনদরদী মাননীয় মালিক সুলতান হারুন সাহেব (কোট, পাকিস্তান)-এর মৃত্য সংবাদ, মরহুমের প্রশংসাসূচক গুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ৫ এপ্রিল, ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (৫ শাহাদত, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:আজকে যেসব বদরী সাহাবীর আমি স্মৃতিচারণ করব তাদের মাঝে প্রথম নাম হলো হযরত খিরাস বিন সিমমা আনসারী। হযরত খিরাস খাযরাজ গোত্রের বনু জোশম শাখার সদস্য ছিলেন। তার মায়ের নাম ছিল উম্মে হাবীব। তার সন্তানসন্ততির মাঝে রয়েছেন সালামা, আব্দুর রহমান এবং আয়েশা। হযরত খিরাশ বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ওহুদের যুদ্ধে তিনি ১০টি আঘাত পান। তিনি মহানবী (সা.) এর সুদক্ষ তিরন্দাজদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪২৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

বদরের যুদ্ধে হযরত খিরাস মহনবী (সা.) এর জামাতা আবুল আস'কে বন্দি করেছিলেন।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৩১২, দারে ইবনে হাযাম, বেরুত থেকে প্রকাশিত)

পরবর্তী সাহাবী যার স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হলো হযরত উবায়েদ বিন তাইয়েহান। তার নাম আতিক বিন তাইয়েহানও বলা হয়ে থাকে। তার মায়ের নাম ছিল লায়লা বিনতে আনীক। তিনি হযরত আবুল হাইসাম বিন লাইয়েহান এর ভাই ছিলেন। তিনি বনু আব্দুল আশআল এর মিত্রদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত উবায়েদ ৭০জন আনসারের সাথে উকবার বয়আতে অংশ নিয়েছেন। মহানবী (সা.) তার এবং হযরত মাসুদ বিন রবী-র মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। তিনি তার ভাই হযরত আব্দুল হাইসাম এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি ওহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। ইকরামা বিন আবু জাহল তাকে শহীদ করে। এটিও বলা হয় যে, তিনি সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আলীর পক্ষ থেকে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। কিন্তু উভয় রেওয়ায়েতের অভিন্ন মত হলো তিনি শহীদ হয়েছেন। তার সন্তানসন্ততির মাঝে দুই পুত্র হযরত উবায়দুল্লাহ্ এবং হযরত আব্বাদ এর উল্লেখ পাওয়া যায়। তাবরীর বর্ণনা অনুসারে হযরত আব্বাদও বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। আর হযরত উবায়দুল্লাহ্ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয় যে, তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছেন।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪২৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০) (উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হলো হযরত আবু হান্না মালেক বিন আমর। আবু হান্না ছিল তার ডাকনাম। মালেক বিন আমর ছিল তার আসল নাম। মুহাম্মদ বিন উমর ওয়াকদি তাকে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে গণ্য করেছেন। তার নাম সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে তার নাম আমের ও সাবেত বিন নো'মানও বর্ণিত হয়েছে। তার ডাকনাম আবু হাব্বা এবং আবু হাইয়াও বর্ণনা করা হয়। কিন্তু মুহাম্মদ বিন ওয়াকদি বলেন যে, আবু হাইয়া ডাকনামের দুই ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। একজন আবু হাব্বা বিন গাযিয়া বিন আমর আর দ্বিতীয়জন হলেন আবু হাব্বা বিন আবদে আমর আল মায্নি। তাদের কেউই বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের কারো ডাকনামই আবু হাব্বা ছিল না,বরং বদরের যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছেন তাদের ডাকনাম হলো আবু হান্না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি তার কথার ওপর জোর দিচ্ছেন যে, তার ডাকনাম ছিল আবু হান্না।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৬৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০) (উসদুল গাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৬৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হলো হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ বিন সালেবা। তাকে আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ আনসারী বলা হয়। তার ডাকনাম ছিল আবু মুহাম্মদ। তার পিতার নাম ছিল হযরত যায়েদ বিন সালেবা আর তিনিও সাহাবী ছিলেন। তিনি আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু জোশম শাখার সদস্য ছিলেন। তিনি ৭০জন আনসারের সাথে আকাবার বয়আতে অংশ নেনআর বদর, ওহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। মক্কা বিজয়ের সময় বনু হারেস বিন খাযরাজ এর পতাকা তার হাতে ছিল। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আরবী লিখতে জানতেন। অথচ সেই যুগে আরবে লেখার রীতি অনেক কম ছিল। খুব কম মানুষই লিখতে জানতো। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ এর সন্তানসন্ততি মদিনাতেই অবস্থান করে। তার এক পুত্রের নাম ছিল মুহাম্মদ, যিনি তার স্ত্রী সাদা বিনতে খুলায়েব এর গর্ভজাত। আর এক মেয়ে ছিল উম্মে হুমায়েদ, যার মা ইয়ামেনবাসীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

হুরায়েস বিন যায়েদ ছিলেনতার ভাই, যিনি ছিলেন একজন বদরী সাহাবী।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪০৫-৪০৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০) (উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৪৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

তার এক বোনের নাম ছিল কুরায়বা বিনতে যায়েদ। তিনিও সাহাবীয়া ছিলেন। (আততাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃ: ২৭১-২৭২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ সেই সাহাবী যাকে স্বপ্নে আযানের বাক্যাবলী অবহিত করা হয়েছেআর তিনি মহানবী (সা.)-কে এ সম্পর্কে অবহিত করেন।

তখন মহানবী (সা.) হযরত বেলালকে সেই নির্দিষ্ট বাক্যে আযান দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন যা হযরত আব্দুল্লাহ্ স্বপ্নে দেখেছিলেন। এটি ১ হিজরী সনে মহানবী (সা.) কর্তৃক মসজিদে নববী নির্মাণের পরের ঘটনা।

(আল ইসতিয়াব ফি মারেফাতুল আসহাব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯১৩)

এই ঘটনার কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ হলো আনসারদের মধ্য থেকে হযরত আবু উমায়ের বিন আনাস আনসারী তার চাচার বরাতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মহানবী (সা.) নামাযের জন্য লোকদেরএকত্রিত করার উপায় সম্পর্কে ভাবেন। তাঁকে বলা হলো যে, নামাযের সময় একটি পতাকা উত্তোলিত করা হোক। মানুষ পতাকা দেখে পরস্পরকে অবহিত করবে। এই প্রস্তাব তাঁর (সা.) পছন্দ হয়নি। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সা.) এর কাছে সিঙ্গা-র কথা উল্লেখ করা হলো। অর্থাৎ ইহুদীদের ডাকার রীতি সম্পর্কে বা জোরে ফু দেওয়ার রীতি সম্পর্কে বলা হলো।কিন্তু তিনি(সা.) এটিও পছন্দ করেন নি, কেননা এটি ইহুদীদের রীতি। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তাঁর কাছে ঘন্টা বাজানোর কথা বলা হলে তিনি বলেন, এটি খ্রিষ্টানদের রীতি। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ ফিরে যান। মহানবী (সা.)-এর চিন্তার কারণে তিনিও চিন্তিত ছিলেন। তিনি দোয়া করেন। বলা হয় স্বপ্নে তাকে আযান দেখানো হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ নিজেই বর্ণনা করেন যে, আমি স্বপ্নে এক ব্যক্তিকে দেখি। তার হাতে ঘন্টা ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি যে, হে আল্লাহ্র বান্দা! তুমি কি এই ঘন্টা বিক্রি করবে। সে জিজ্ঞেস করে, তুমি এটি দিয়ে কি করবে। আমি বললাম, এর মাধ্যমে আমরা নামাযের জন্য ডাকবো। সে বললো, আমি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম কথা অবহিত করব কি? তিনি বলেন, হ্যাঁ বল। হযরত আব্দুল্লাহ্ বলেন,তখন সে আযানের বাক্যাবলী শোনায়।

اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ۔ اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ۔ أَشْهَدُ أَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ۔ أَشْهَدُ أَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ۔ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ۔ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ۔ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ۔ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ۔ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ۔ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ۔ اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ۔ لَآ إِلٰهَ اِلَّا اللهُ۔

এর অনুবাদও পড়ে দিচ্ছি। শিশু এবং নবমুসলিমদের জন্য তা উপকারী হয়ে থাকে। আযান আমরা সবাই শুনি কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি দেখেছি অনেকেই এর অনুবাদ জানে না। অর্থ হলো- আল্লাহ্ সর্বমহান, এটি চারবার বলতে হবে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। এটি দুবার বলতে হবে। এরপর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্(সা.) আল্লাহ্র রসূল। এটিও দুবার বলতে হবে। এরপর নামাযের দিকে আস। 'হাইয়া আলাস সালাত'। নামাযের দিকে আস। 'হাইয়া আলাল ফালাহ'। সফলতার দিকে আস। সফলতার দিকে আস। আল্লাহ্ সর্বমহান। এটি দুবার বলতে হবে। এরপর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'। আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি বলেন, এই শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির পর সেই ব্যক্তি কিছুটা পিছনে সরে যায়। এরপর পুনরায় বলে যে, আর যখন তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়াও তখন তোমরা বলো- (এখানে তকবীরের বাক্যগুলো উচ্চারণ করে বলে যে,)

اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ۔ أَشْهَدُ أَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ۔ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ۔ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ۔ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ۔ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ۔ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ۔ اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ۔ لَآ إِلٰهَ اِلَّا اللهُ۔

এতে আযানের সেই শব্দগুলোই রয়েছে। অতিরিক্ত হিসেবে 'ক্বাদ কামাতিস সালাত' রয়েছে অর্থাৎ নামায দাঁড়িয়ে গেছে, নামায দাঁড়িয়ে গেছে। আর এরপর আল্লাহ্ সর্বমহান, আল্লাহ্ সর্বমহান।

তিনি বলেন, সকালে আমি তাঁর (সা.) সকাশে উপস্থিত হই এবং আমি যা স্বপ্নে দেখেছি তা বর্ণনা করি। তিনি (সা.) বলেন, খোদার ইচ্ছায় এটি সত্য স্বপ্ন। তুমি বেলালের সাথে দাঁড়িয়ে যাও আর যা দেখেছ তা বলতে থাক। তিনি এই শব্দগুলোই আযানে বলবেন, কেননা তার কণ্ঠস্বর তোমার কণ্ঠস্বর থেকে উঁচু। অতএব আমি বেলালের সাথে দাঁড়িয়ে যাই। আমি তাকে বলতে থাকি আর তিনি সে অনুসারে আযান দিতে থাকেন। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত উমর (রা.) যখন এই আযান শুনেন তখন তিনি নিজ গৃহেই ছিলেন। তিনি নিজের চাদর টানতে টানতে বের হন এবং বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি তা-ই দেখেছি যা তিনি দেখেছেন। এটি শুনে তিনি (সা.) বলেন, সব প্রশংসা মহান আল্লাহ্র।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, হাদীস: ৪৯৮)

আরেকটি রেওয়ায়েতেও এই শব্দাবলী রয়েছে যে,তখন মহানবী (সা.) বলেন, সব প্রশংসা আল্লাহ্র আর এটিই সুদৃঢ়-সুনিশ্চিত কথা।

(জামে তিরমিযী, কিতাবুস সালাত, হাদীস: ১৮৯)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করে কিছু বর্ধিত কথাও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

"নামাযের জন্য যখন আযান দেওয়ার বা ডাকার কোন ব্যবস্থা ছিল না, সাহাবীরা সচরাচর সময় অনুমান করে নিজেরাই নামাযের জন্য সমবেত হয়ে যেতেন। কিন্তু এটি কোন স্বস্তিদায়ক পন্থা ছিল না। মসজিদে নববীর নির্মিত হওয়ার পর এই প্রশ্নটি খুব বেশি অনুভূত হতে থাকে যে, কিভাবে মুসলমানদের একত্রিত করা যায়। কোন সাহাবী খ্রিষ্টানদের ন্যায় ঘন্টা বাজানোর পরামর্শ দেয়। কেউ ইহুদীদের আদলে সিঙ্গা বাজানোর প্রস্তাব দেয়। কেউ কোন কথা বলে, কেউ ভিন্নকোন কথা। কিন্তু হযরত উমর (রা.) পরামর্শ দেন যে, কোন ব্যক্তিকে এই ঘোষণা দেয়ার জন্য নিযুক্ত করা হোক যে, নামাযের সময় হয়ে গেছে। মহানবী (সা.) এই মতামতকে পছন্দ করেন। আযান নির্ধারিত হওয়ার পূর্বে একটি মতামত এটিই ছিল। হযরত বেলালকে এই দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। এ অনুসারে এরপর যখন নামাযের সময় হতো তখন বেলাল উচ্চস্বরে 'আসসালাতু জামে' বলে ঘোষণা করতেন। আর মানুষ সমবেত হতো। বরং নামায ছাড়াও কোন উদ্দেশ্যে যদি মুসলমানদেরকে মসজিদে সমবেত করতে হতো তাহলে এভাবেই ডাকা হতো আর এই ঘোষণাই করা হতো। এর স্বল্পকাল পর এক সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ আনসারীকে বর্তমান আযানের বাক্যাবলী শিখানো হয়েছে (অর্থাৎ পূর্বে বর্ণিত ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে) আর তিনি মহানবী (সা.) এর কাছে এসে নিজের এই স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, আমি স্বপ্নে এক ব্যক্তিকে আযান হিসেবে এই বাক্যগুলো বলতে শুনেছি। তিনি (সা.) বলেন, এই স্বপ্ন আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে দেখানো হয়েছে। আর বেলালকে এই শব্দগুলো শিখানোর জন্য আব্দুল্লাহ্কে নির্দেশ দেন। তিনি লিখেন, আশ্চর্জজনক দৈব বিষয় যা ঘটেছে তা হলো হযরত বেলাল যখন আযানের নির্ধাতি শব্দে আযান দিলেন তখন হযরত উমর তড়িঘড়ি করে মহানবী (সা.) এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)!আজকে বেলাল যেসব বাক্যে আযান দিয়েছেন হুবহু এসব বাক্যই আমি স্বপ্নে দেখেছি। আরেকটি রেওয়ায়েতে এটিও রয়েছে যে, মহানবী (সা.) যখন আযানের শব্দগুচ্ছ শুনলেন তখন বলেন, এ সম্পর্কে ওহীও হয়েছে।

(হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ রচিত 'সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ২৭১-২৭২)

বশীর বিন মুহাম্মদ নিজ পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ, যাকে স্বপ্নে আযান দেখানো হয়েছিল, তিনি তার সেই সম্পদ সদকা করেন যা ছাড়া তার কাছে আর কোন কিছু ছিল না। অর্থাৎ পুরো সম্পদ সদকা করে দেন। তিনি এবং তার পুত্র এই সম্পদের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করছিলেন। এটিই অর্থাৎ যে সম্পদই ছিল, সেটিই তাদের উপার্জনের মাধ্যম ছিল। অতএব তিনি সেই সম্পদ মহানবী (সা.) এর হাতে তুলে দেন। যখন তিনি তার সম্পদ দান করে দেন তখন তার পিতা মহানবী (সা.) এর কাছে আসেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ নিজের সম্পদ সদকা করেছেন, অথচ তিনি এর মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছিলেন। তখন মহানবী (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদকে ডেকে বলেন, নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্ তা'লা তোমার কাছ থেকে তোমার সদকা গ্রহণ করেছেন। তুমি যা আল্লাহ্র খাতিরে দান করেছ তা তিনি গ্রহণ করেছেন। এখন তুমি তা উত্তরাধিকার হিসেবে তোমার পিতামাতাকে ফিরিয়ে দাও। বশীর বলেন, এরপর আমরা তা উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছি। অর্থাৎ পরবর্তীতে তার সন্তানরা এভাবে তা থেকে অংশ পেয়েছে।

(মারেফাতুস সাহাবা লি আবি নাঈম, খণ্ড-৩, পৃ: ১৪৯)

একবার মহানবী (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদকে নিজের নখ তাবাররুক হিসেবে প্রদান করেন। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদের পুত্র মুহাম্মদ বর্ণনা করেন যে, তার পিতা মহানবী (সা.) এর কাছে বিদায় হজ্জের সময় মিনা'র ময়দানে 'মানহার' অর্থাৎ কুরবানীর স্থানে

রসুলের বাণী

خَيْرُ الزَّادِ التَّقْوٰى

তাকওয়াই হল সর্বোত্তম পাথেয়।

দোয়াপ্রার্থী: আজকারুল ইসলাম, জামাত আহমদীয়া আমাইপুর, বীরভূম

কুরবানী করার সময় উপস্থিত ছিলেন আর তার সাথে আনসারদের মধ্য থেকে অপর এক ব্যক্তিও ছিলেন। মহানবী (সা.) কুরবানী সমূহ বণ্টনকরলে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ এবং তার আনসারী সাথি কিছুই পান নি। এরপর মহানবী (সা.) নিজের চুল কামিয়ে একটি কাপড়ে রাখেন আর সেগুলো মানুষের মাঝে বণ্টন করে দেন। এরপর তিনি (সা.) তাঁর নখ কাটেন এবং সেগুলো হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ আনসারী এবং তার সাথিকে প্রদান করেন।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪০৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.) এর কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করে যে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! খোদার কসম, নিশ্চয় আপনি আমার কাছে আমার নিজ সত্তার চেয়েও প্রিয় এবং আপনি আমার কাছে আমার পরিবারের চেয়েও প্রিয়, আর আপনি আমার কাছে আমার সন্তানদের চেয়েও প্রিয়। আমি বাসায় ছিলাম আর আপনাকে স্মরণ করছিলাম। আমি ধৈর্য্য ধারণ করতে না পেরে আপনার কাছে উপস্থিত হয়েছি আর এখন আমি আপনাকে দেখছি। যখন আমার নিজের ও আপনার মৃত্যুর কথা ভাবলাম তখন আমার মনে হলো যে, আপনি যখন জান্নাতে প্রবেশ করবেন তখন আপনাকে অপরাপর নবীদের সাথে উত্থিত করা হবে। আর আমি ভয় পাই যে, আমি যখন জান্নাতে প্রবেশ করব তখন আপনাকে সেখানে পাব না। তখন মহানবী (সা.) সেই ব্যক্তিকে কোন উত্তর দেন নি। এমনকি জিবরাঈল এই আয়াতসহ অবতীর্ণ হন যে,

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ

(সূরা আন্ নিসা: ৭০)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা পুরস্কৃত করেছেন। অর্থাৎ নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(তফসীর ইবনে কসীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১১, দারুল কুতুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯৮)

এই আয়াতটিকে আমরা এই দলীল হিসেবেও উপস্থাপন করি যে, মহানবী (সা.) এর আনুগত্যের মাধ্যমে শরীয়ত বিহীন নবুয়ত লাভ হতে পারে। আর তাঁর(সা.) অনুসরণ করে এক ব্যক্তি সালেহীয়তের মর্যাদা থেকে উন্নতি করে নবুয়তের মর্যাদায় পৌঁছতে পারে। যাহোক নবুয়তের মর্যাদা, তা শরীয়ত বিহীন নবুয়তই হোক না কেন আর মহানবী (সা.) দাসত্বে হলেও এটি অনেক উচ্চ মর্যাদা, আর আল্লাহ্ তা'লা যাকে চান তা প্রদান করেন। এছাড়া আগমনকারী মসীহ্ মওউদ সম্পর্কে স্বয়ং মহানবী (সা.) নবীউল্লাহ্ শব্দ ব্যবহার করেছেন।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল ফিতান, বাব যিকরুদ দাজ্জাল, হাদীস: ২৯৩৭)

এ কারণে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আমরা মহানবী (সা.) এর দাসত্বে শরীয়ত বিহীন নবী হিসেবে মানি। আর এতে মহানবী (সা.) এর খতমে নবুয়তের মর্যাদার কোন হানি হয় না, বরং তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পায় কেননা এখন নবুয়তও কেবলমাত্র তাঁর (সা.) দাসত্বেই লাভ হতে পারে। আর এই অর্থ শুধু আমরাই করি না, বরং অতীতের বুযুর্গরাও করেছেন। অতএব ইমাম রাগেবও এর এই অর্থই করেছে ন যে, মহানবী (সা.) এর পর তাঁর অনুবর্তীতায় শরীয়ত বিহীন নবী আসতে পারে।

(তাফসীর আল বেহরুল মুহীত, ৩য় ভাগ, পৃ: ২৯৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০১০)

যাহোক এই আয়াতের প্রেক্ষাপটে এর উল্লেখ আমি এজন্য করলাম যেন বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়।

আল্লামা যুরকানি লিখেছেন যে, বিভিন্ন তফসীর গ্রন্থে মহানবী (সা.) এর দাস হযরত সো'বান সম্পর্কে এই ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়, অথচ তফসীর 'ইয়াম্বুউল হায়াত'-এ মাকাতেল বিন সোলেমান সম্পর্কে লেখা আছে যে, তিনি ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ আনসারী, যিনি স্বপ্নে আযান দেখেছিলেন। আল্লামা যুরকানি লিখেন যে, যদি এই কথা সঠিক হয়ে থাকে তাহলে হতে পারে যে, উভয়ে মহানবী (সা.) এর কাছে এমন কথার উল্লেখ করে থাকবে, যার ফলে এই আয়াত নাযেল হয়েছে। এছাড়া এটিও উল্লেখ পাওয়া যায় যে, এমন কথা মহানবী (সা.) এর বেশ কয়েকজন সঙ্গী বলেছিলেন।

(শারাহ যুরকানি, ভাগ-১২, পৃ: ৪১৭-৪১৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত)

প্রথমে বর্ণিত ঘটনা ছাড়া তফসীর ইত্যাদিতে হযরত সো'বান এর ঘটনা এবং শব্দাবলীও বর্ণিত হয়েছে যার বিস্তারিত বিবরণ হলো- হযরত সো'বান মহানবী (সা.) প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণ করতেন। আর তাঁর (সা.) কাছ থেকে দূরে থাকা তিনি বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারতেন না। একদিন তিনি যখন মহানবী (সা.) এর সকাশে উপস্থিত হন তখন তাকে ভিন্নরকম দেখাচ্ছিল আর তার চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট ছিল। তখন মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন যে, কী কারণে তোমাকে এমন দেখাচ্ছে? হযরত সো'বান নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! এছাড়া আমার কোন রোগ নেই আর আমি কোন ব্যাধিতেও আক্রান্ত নই যে, আমি আপনাকে দেখতে পাই নি, অর্থাৎ তিনি কিছুকাল তাঁকে (সা.) দেখতে পান নি,এ কারণে আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়ি যতক্ষণ না আপনার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। অনুরূপভাবে যখন পরকালের কথা আমার স্মরণ হয় তখন আমার ওপর পুনরায় ভীতি ছেয়ে যায় যে, আমি আপনাকে দেখতে পাব না কেননা আপনাকে তো নবীদের সাথে উত্থিত করা হবে। আর আমি যদি জান্নাতে যাইও তাহলেও আমার মর্যাদা আপনার মর্যাদা থেকে অনেক নিম্নপর্যায়ের হবে। আর আমি যদি জান্নাতে প্রবেশ করতে না পারি তাহলে আমি কখনো আপনাকে দেখতে পাব না। এ ছিল সো'বান সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা।

(তাফসীরুল বাগবী, ১ম ভাগ, পৃ: ৪৫০, প্রকাশক- তালিফাতে আশরাফিয়া, মুলতান, পাকিস্তান)

আল্লামা যুরকানি লিখেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ নিজ বাগানে কর্মরত ছিলেন, এখানে পুনরায় আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদের উল্লেখ আরম্ভ হচ্ছে, এমন সময় তার পুত্র তার কাছে আসেন এবং তাকে এই সংবাদ প্রদান করেন যে, মহানবী (সা.) মৃত্যুবরণ করেছেন। তখন তিনি বলেন, 'আল্লাহুম্মাযহাব বাসরী হাত্তা লা আরা বা'দা হাবীবি মুহাম্মাদা আহাদা।' অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তুমি আমার দৃষ্টিশক্তি নিয়ে যাও, যেন আমি এরপর আমার প্রেমাস্পদ মুহাম্মদ (সা.) ছাড়া আর কাউকে না দেখি। যুরকানির ব্যাখ্যায় লেখা আছে যে, বলা হয় এরপর ক্রমাগতভাবে তার দৃষ্টিশক্তি লোপ পেতে থাকে আর তিনি অন্ধ হয়ে যান।

(শারাহ যুরকানি, ভাগ-৯, পৃ: ৮৪-৮৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত)

তার মৃত্যু সম্পর্কে লেখা আছে যে, আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদের মৃত্যুর সময় সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ ওহুদের যুদ্ধের পর তার মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ এটি উল্লেখ করেছেন যে, আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। আর হযরত উসমানের খিলাফতের শেষ দিকে ৩২ হিজরীতে মদিনায় তার ইন্তেকাল হয়েছে। আর তার দৃষ্টি সংক্রান্ত ঘটনাকেও যদি সঠিক মনে করা হয়, তা থেকেও বুঝা যায় যে, হযরত উসমানের যুগেই তার ইন্তেকাল হয়েছে। তখন তার বয়স ছিল ৬৪ বছর। হযরত উসমান (রা.) তার জানাযা পড়িয়েছেন।

(আল মুসতাদরিক আলাস সালেহীন লিল হাকিম, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৬৬) (আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪০৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হলো হযরত মুআয বিন আমর বিন জমুহ্। হযরত মুআয বিন আমর বনু খাযরাজ গোত্রেরবনু সালমাশাখার সদস্য ছিলেন। তিনি আকাবার দ্বিতীয় বয়আত আর বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তার পিতা আমর বিন জমুহ্ মহানবী (সা.) এর সাহাবী ছিলেন, যিনি ওহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ

করেছেন। তার মায়ের নাম ছিল হিন্দ বিনতে আমর। মুসা বিন উকবা, আবু মা'শার এবং মুহাম্মদ ওয়াকদি'র মতে তার ভাই মুআভেয বিন আমরও বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। আর তার স্ত্রীর নাম ছিল সুবায়তা বিনতে আমর,যিনি বনু খাযরাজের বনু সায়েদা শাখার সদস্যা ছিলেন। তার ঘরে তার এক পুত্র আব্দুল্লাহ্ এবং এক কন্যা উমামা জন্মগ্রহণ করেন।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪২৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০) (আসসীরাতুন নাবুয়্যত, লি ইবনে কাসীর, পৃ: ১৯৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৫)

হযরত মুআয উকবার দ্বিতীয় বয়আতে যোগদান করেছেন। কিন্তু তার পিতা আমর বিন জমুহ্ তার পৌত্তলিক বিশ্বাসে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সীরাত ইবনে হিশামে হযরত মুআয এর পিতার ইসলাম গ্রহণ সংক্রান্ত ঘটনায় উল্লিখিত আছে যে, বছরকাল পূর্বে তার ঘটনায় এটি আমি কিছুটা উল্লেখ করেছি যে, আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে অংশগ্রহণকারীরা যখন মদিনায় ফিরে আসে তখন তারা ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার করেন। কিন্তু তাদের কতক

জ্যেষ্ঠ তখনও নিজেদের পৌত্তলিক ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাদের মাঝে একজন ছিল আমর বিন জমুহ্। তার পুত্র মুআয বিন আমর আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর তখন তিনি মহানবী (সা.) এর হাতে বয়আত করেছিলেন। আমর বিন জমুহ্ বনি সালামার সর্দারদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তাদের জ্যেষ্ঠদের একজন ছিলেন। তিনি তার ঘরে একটি কাঠের মূর্তি বানিয়ে রেখেছিলেন, যেভাবে সে যুগের বড়লোকেরা বানিয়ে রাখতো। এটিকে মানাত বলা হতো। সেটিকে উপাস্য হিসেবে অবলম্বন করে তার মাহাত্ম্য এবং পবিত্রতা ঘোষণা করা হতো। বনু সালমার কিছু যুবকের ইসলাম গ্রহণের পর,যাদের মাঝে হযরত মুআয বিন জাবাল এবং আমর বিন জমুহ্র পুত্র মুআয বিন আমর বিন জমুহ্ও ছিলেন, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং আকাবার দ্বিতীয় বয়আতেও অংশগ্রহণ করেছেন,তারা রাতের বেলা আমর বিন জমুহ্র দেবালয়ে ঢুকে সেই মূর্তিকে উঠিয়ে নিয়ে আসেন আর সেটিকে বনু সালমার ময়লা আবর্জনার গর্তে উপুড় করে শুইয়ে দেন বা ফেলে দেন। সকালবেলা আমর যখন ঘুম থেকে উঠতেন তখন বলতেন, তোমাদের অমঙ্গল হোক। কে রাতের বেলা আমাদের উপাস্যদের সাথে শত্রুতা করেছে? এরপর সেটিকে সন্ধানের উদ্দেশ্যে বের হতেন এবং সেটিকে যখন আবর্জনার গর্তে পেতেন তখন সেটিকে ধুয়ে পরিষ্কার করতেন। এরপর বলতেন যে, আমি যদি এটি জানতে পারি যে, কে তোমার সাথেএমন দুর্ব্যবহার করেছে তাহলে আমি অবশ্যই তাকে লাঞ্ছিত করব। এরপর আবার রাত নেমে আসলে আমর যখন ঘুমিয়ে পড়তেন তখন তার পুত্র একই কাজ করতেন। পুনরায় সকালে উঠে আমর বিন জমুহ্ একই কষ্ট সহ্য করে সেটিকে ধুয়ে পরিষ্কার করতেন। বেশ কয়েক রাত এই ঘটনা ঘটার পর আমর বিন জমুহ্ প্রতিমাকে যেখানে নিক্ষেপ করা হয়েছিল সেখান থেকে বের করে পুনরায় সেটিকে ধুয়ে পরিষ্কার করেন। এরপর তিনি নিজের তরবারি আনেন এবং প্রতিমার কাঁধে ঝুলিয়ে দেন এবং বলেন যে, আল্লাহ্র কসম, আমি জানি না কে তোমার সাথে এমন করে। অতএব তোমার মাঝে যদি কোন শক্তি থাকে তাহলে তাকে বাধা দাও আর এই তরবারি তোমার কাছে রইল, অর্থাৎ তরবারি সেটির কাছে রেখে দেন। সন্ধ্যাবেলা আমর যখন ঘুমিয়ে পড়েন, সেই যুবকরা, যাদের মাঝে আমরের পুত্রও ছিল, সেই প্রতিমার সাথে আবার একই ব্যবহার করে আর এক মৃত কুকুর এনে রশি দিয়ে সেটিকে মূর্তির সাথে বেঁধে দেয় এবং বনু সালমার একটি পুরোনো কূপে সেটিকে ফেলে দেয় যাতে ময়লা-আবর্জনা ইত্যাদি ফেলা হতো। সকালবেলা আমর বিন জুমহ্ উঠে সেই প্রতিমাকে সেখানে পাননি যেখানে সেটিকে রাখা হতো। তিনি সেটির সন্ধান করতে থাকেন এবং সেটিকে কূপের ভিতর মৃত কুকুরের সাথে বাঁধা অবস্থায় পান। এই দৃশ্য দেখার পর তার সামনে বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে যায়। আর তার জাতির মুসলমানরাও তাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করে। তখন তিনি আল্লাহ্র কৃপায় ইসলাম গ্রহণ করেন।

(আসসীরাতুন নাবুয়্যত, লি ইবনে কাসীর, পৃ: ২০৭-২০৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৯)

সীরাত ইবনে হিশাম-এ এই ঘটনা এভাবেই লিপিবদ্ধ রয়েছে। অর্থাৎ এই প্রতিমা তো তরবারি থাকা সত্ত্বেও কিছুই করতে পারে নি, এমন খোদার পূজা বা উপাসনা করে লাভ কি?

হযরত মুআয বিন আমর বিন জমুহ্ আবু জাহলকে হত্যাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে বুখারীর রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, সালেহ্ বিন ইব্রাহীম তার দাদা আব্দুর রহমান বিন অউফের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি বদরের যুদ্ধের সারিতে দণ্ডায়মান ছিলাম। আমি আমার ডানে ও বামে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দুজন স্বল্পবয়স্ক আনসার কিশোরকে দেখি। তিনি বাসনা ব্যক্ত করেন যে, হায়! আমি যদি এমন লোকদের মাঝে থাকতাম যারা এদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী দেহের অধিকারী টগবগে যুবক। ততক্ষণে তাদের একজন আমার হাতে চাপ দিয়ে বলে যে, চাচা, আপনি কি আবু জাহলকে চেনেন? আমি বললাম হ্যা, কিন্তু ভাতিজা, তার সাথে তোমার কী? সে উত্তর দেয়, আমাকে বলা হয়েছে যে, সে রসূলুল্লাহ্ (সা.) কে গালি দেয় আর সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, আমি যদি তাকে দেখতে পাই তাহলে আমার চোখ ততক্ষণ তার চোখ থেকে সরবে না যতক্ষণ আমাদের দু'জনের মাঝে সে নিহত হবে না, যার মৃত্যুর সময় পূর্বে নির্ধারিত। আমি এতে খুবই আশ্চর্যান্বিত হই। এরপর দ্বিতীয় জনও আমার হাতে চাপ দেয় আর সেও একইভাবে প্রশ্ন করে। স্বল্পক্ষণ পরেই আমি আবু জাহলকে মানুষের মাঝে ঘোরাফেরা করতে দেখি। আমি বললাম, ঐ হলো তোমাদের সাথি যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে প্রশ্ন করেছ। এ কথা শুনতেই তারা উভয়ে নিজেদের তরবারি নিয়ে তার দিকে বিদ্যুৎবেগে ছুটে যায় আর তাকে আক্রমণ করে উভয়েই তাকে হত্যা করে। এরপর তারা উভয়েই মহানবী (সা.) এর কাছে ফিরে আসে এবং তাঁকে (এ সম্পর্কে) অবহিত করেন। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন যে, তোমাদের মাঝে কে তাকে হত্যা করেছে। তাদের উভয়ে বলেন যে, আমি তাকে হত্যা করেছি। তিনি জিজ্ঞেস করেন যে, তোমরা কি তোমাদের তরবারি মুছে পরিষ্কার করে ফেলেছ? তারা উত্তর দেন যে, না। তিনি (সা.) তরবারি দেখে বলেন যে, তোমরা উভয়েই তাকে হত্যা করেছ। তার গনিমতের মাল মুআয বিন আমর বিন জমুহ্ পাবেন, আর তাদের উভয়ের নাম ছিল মুআয। অর্থাৎ মুআয বিন আফরা এবং মুআয বিন আমর বিন জমুহ্।

(সহী বুখারী, কিতাব ফারযুল খামাস, হাদীস: ৩১৪১)

আমি প্রারম্ভেও একবার মুআয এবং মুআভেয এর ঘটনা বর্ণনা করেছিলাম। এখানে কিছুটা ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারে তাই বলছি যে, এই নিহত হওয়ার ঘটনা বিভিন্ন সীরাত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, আর এই রেওয়ায়েত যা বুখারী থেকে বর্ণিত হয়েছে তাতে উল্লেখ আছে যে, হযরত মুআয বিন আমর বিন জমুহ্ এবং মুআয বিন আফরা আক্রমণ করে আবু জাহলকে হত্যা করেছিলেন। আর হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ আবু জাহলের শিরোচ্ছেদ করেছিলেন। অন্য স্থানে মুআয এবং মুআভেয এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া বুখারীতে এমন রেওয়ায়েতও রয়েছে যাতে উল্লেখ আছে যে, আফরা-র দুই পুত্র মুআয এবং মুআভেয তাকে হত্যা করেছেন। আর পরবর্তীতে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদ গিয়ে তার ভবলীলা সাঙ্গ করেন। বুখারীর একটি রেওয়ায়েতে এর বিস্তারিত বিবরণ এভাবে দেওয়া হয়েছে যে,

হযরত আনাস বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বদরের যুদ্ধের দিন বলেছেন, আবু জাহল সম্পর্কে খবর সংগ্রহের জন্য কে যাবে? হযরত ইবনে মাসুদ যান এবং গিয়ে দেখেন যে, তাকে আফরা-র দুই পুত্র মু আয এবং মুআ ভেয তরবারি দ্বারা আঘাত করেছে, যার কারণে সে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত ছিল। হযরত ইবনে মাসুদ তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি কি আবু জাহল? হযরত ইবনে মাসুদ বলেন, আমি আবু জাহলের দাড়ি ধরি। আবু জাহল বলে যে, আমার চেয়েও বড় কোন ব্যক্তি আছে কি যাকে তোমরা মেরেছ? অথবা বলে যে, এই ব্যক্তির চেয়ে বড় কেউ আছে কি যাকে তার জাতি হত্যা করেছে?

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব কাতলু আবু জাহাল, হাদীস: ৩৯৬২)

এই উভয় রেওয়ায়েত বুখারীতে রয়েছে। এক জায়গায় উভয় নামই মুআয বর্ণিত হয়েছে, আরেক জায়গায় মুআয এবং মুআভেয বর্ণিত হয়েছে। এক স্থানে উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন পিতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে আরেক স্থানে উভয়েই একই পিতার পুত্র আখ্যায়িত হন।

যাহোক হযরত সৈয়্যদ যয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ সাহেব আবু জাহলের হত্যাকারীদের বিষয়ে এগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য খুঁজতে গিয়ে এবং ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, আফরার দুই পুত্র মুআয এবং মুআভেয আবু জাহলকে মৃত্যুমুখে পৌঁছিয়েছে। পরবর্তীতে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদ তার দেহ থেকে মাথা

বিচ্ছিন্ন করে দেন। ইমাম ইবনে হাজর এই সম্ভাবনার কথা ব্যক্ত করেছেন যে, মুআয বিন আমর এবং মুআয বিন আফরার পর মুআভেয বিন আফরা-ও তার ওপর আঘাত হেনে থাকবে।

(সহী বুখারী, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৯১, উর্দু অনুবাদ, প্রকাশক: নাযারত ইশাত, রাবোয়া)

তাই প্রথম দুই রেওয়ায়েতে উভয় ভাইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। আর অন্য রেওয়ায়েতে দুই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির উল্লেখ দেখা যায়। আর বুখারীর তফসীর ফতহুল বারি-তে লিপিবদ্ধ আছে যে, হয়ত তাদের তিনজনই থেকে থাকবেন। আল্লামা বদরউদ্দিন আইনি আবু জাহলের হত্যাকারী সংক্রান্ত কথাগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য খুঁজতে গিয়ে বলেন, আবু জাহলকে মুআয বিন আমর বিন জমুহ্ আর মুআয বিন আফরা এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদ হত্যা করেছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ তার শিরোচ্ছেদ করেন এবং মহানবী (সা.) এর কাছে নিয়ে আসেন।

(উমদাতুল ক্বারী, খণ্ড-১৭, পৃ: ১২০, দারু আহইয়ায়ুত তুরাসুর আরবী, বেরুত, ২০০৩)

আল্লামা বদরউদ্দিন আইনি লিখেন, সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, যে দুই ব্যক্তি আবু জাহলকে হত্যা করেছে তারা হলেন মুআয বিন আমর বিন জমুহ্ এবং মুআয বিন আফরা। মুআয বিন আফরা-র পিতার নাম ছিল হারেস বিন রিফা আর আফরা ছিলেন তার মা, যিনি উবায়েদ বিন সালেবা নাজ্জারিয়া-র কন্যা ছিলেন। একইভাবে বুখারীর জিহাদ অধ্যায়ে বাব 'মাললা

ইয়ুখাম্মেসুল আসলাব'-এ উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত মুআয বিন আমরই আবু জাহলের পা কেটে ফেলেন এবং তাকে ফেলে দেন। এরপর মুআভেয বিন আফরা তাকে আঘাত করেন এবং ভূপাতিত করেন আর তাকে ছেড়ে দেন। তার মাঝে তখনও জীবনের স্পন্দন ছিল। এরপর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদ মোক্ষম আঘাত হেনে তার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। তিনি আরো লিখেন যে, যদি তুমি প্রশ্ন কর যে, এসব কথা একসাথে বর্ণনা করার প্রয়োজন কী? তাহলে আমি বলবো যে, আবু জাহলের হত্যায় হয়ত এদের সবার ভূমিকা ছিল তাই একত্রে বর্ণনা করা হয়েছে।

(উমদাতুল ক্বারী, খণ্ড-১৭, পৃ: ১২১-১২২, দারু আহইয়ায়ুত তুরাসুর আরবী, বেরুত, ২০০৩)

যুরকানি-র একটি বর্ণনা অনুসারে আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদ আবু জাহলকে এমন অবস্থায় পেয়েছেন যখন সে জীবনের অন্তিম মুহূর্তে ছিল। তখন আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদ তার পা আবু জাহলের ঘাড়ে রেখে বলেন, হে আল্লাহ্র শত্রু আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে লাঞ্ছিত করেছেন। তখন আবু জাহল অহংকারসূচক ভঙ্গিতে বলে, আমি তো লাঞ্ছিত হই নি। আমার চেয়ে সম্মানিত কাউকে তোমরা হত্যা করেছ কি? অর্থাৎ আমি তো এতে কোন লজ্জাবোধ করছি না। এরপর আবু জাহল জিজ্ঞেস করে যে, বল তো দেখি যুদ্ধে কে জয়যুক্ত হয়েছে, বিজয় ও সাফল্য কার পদচুম্বন করেছে? তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদ উত্তর দেন যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল বিজয়ী হয়েছেন।

আরেকটি রেওয়ায়েত অনুসারে, আবু জাহল বলল, তাকে অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্ল াহ্ (সা.)-কে একথা বলো যে, আমি সারাজীবন তার শত্রু ছিলাম আর আজ অর্থাৎ এখনও আমি তার প্রতি চরম শত্রুতা ও বৈরিতা পোষণ করি। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) আবু জাহল এর শিরোচ্ছেদ করেন আর তার মস্তক নিয়ে যখন মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন তখন মহানবী (সা.) বলেন, যেভাবে আমি আল্লাহ্র সন্নিধানে সকল নবীর চেয়ে বেশি সম্মানিত ও মর্যাদাবান আর আমার উম্মত আল্লাহ্র দৃষ্টিতে অন্য সকল উম্মতের চেয়ে বেশি সম্মানিত ও মর্যাদাশীল, অনুরূপভাবে এই উম্মতের ফেরাউন অন্য সকল উম্মতের ফেরাউনদের চেয়ে বেশি কঠোর ও উগ্র। এর কারণ হলো,

حَتّٰۤى اِذَاۤ اَدۡرَكَهُ الۡغَرَقُ ۙ قَالَ اٰمَنۡتُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِىۡۤ اٰمَنَتۡ بِهٖ بَنُوۡۤا اِسۡرَآءِيۡلَ

(সূরা ইউনুস: ৯১)

পবিত্র কুরআনের সূরা ইউনুসে এসেছে যখন (পানি) তাকে নিমজ্জিত করতে আরম্ভ করলো,তখন সে বললো, আমি ঈমান আনছি যে, "কেবল তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই যার প্রতি বণীইস্রাঈল ঈমান এনেছে।" যদিও এই উম্মতের ফেরাউন শত্রুতা এবং কুফরীতে অনেক এগিয়ে আছে, যেভাবে মৃত্যুর সময় আবু জাহলের কথা থেকেও প্রতীয়মান হয়। এছাড়া অন্যান্য রেওয়ায়েতে একথার উল্লেখও পাওয়া যায় যে, আবু জাহলের ধ্বংসের সংবাদ পাওয়ার পর মহানবী (সা.) আবু জাহলের (কর্তিত) মস্তক দেখার পর বলেন, اَللّٰهُ الَّذِىۡ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ (সূরা আল্ হাশর:২৩) অর্থাৎ"আল্লাহ্ সেই সত্তা, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই।"একইভাবে তিনি (সা.) তিনবার এটিও বলেন যে, "আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আআয্যাল ইসলামা ওয়া আহলাহু।" অর্থাৎ সকল প্রশংসার অধিকারী হলেন আল্লাহ্, যিনি ইসলাম ও এর অনুসারীদের সম্মান দিয়েছেন। অনুরূপভাবে এ উল্লেখও পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা.) বলেন, নিশ্চয় প্রত্যেক উম্মতের একজন ফেরাউন রয়েছে আর এই উম্মতের ফেরাউন ছিল, আবু জাহল; যাকে আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত লজ্জাকরভাবে ধ্বংস করিয়েছেন।

(শারাহ যুরকানি, ভাগ-২, পৃ: ২৯৭-২৯৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত)

হযরত উসমান (রা.)'র যুগে হযরত মুআয বিন আমর বিন জমুহ্'র ইন্তেকাল হয়। (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, খণ্ড-৬, পৃ: ১১৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত, ১৯৯৫)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

"যে কাজ 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' ছাড়া আরম্ভ করা হয়, সেটি অসম্পূর্ণ ও কল্যাণশূন্য থেকে যায়।"

(আল জামিয়ুস সাগীর লিল সুয়ুতি হারফে কাফ)

দোয়াপ্রার্থী: গোলাম মুস্তফা, জেলা আমীর জামাত আহমদীয়া, মুর্শিদাবাদ

খলীফা বিন খায়াত বর্ণনা করেন যে, বদরের (যুদ্ধের) দিন মুআয বিন আমর বিন জমুহ'র (দেহে) একটি আঘাত লেগেছিল এরপর তিনি হযরত উসমান (রা.)'র যুগ পর্যন্ত অসুস্থ থাকেন আর এরপরমদিনায় ইন্তেকাল করেন। হযরত উসমান (রা.) তার জানাযা পড়ান এবং তিনি জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত হন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, "মুআয বিন আমর বিন জমুহ্ কতইনা উত্তম একজন মানুষ"।

(আল মুসতাদরিক আলাস সালেহীন লিল হাকিম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৪০-১৪১, হাদীস-৫৮৯৫-৫৮৯৭, দারুল ফিকর বেরুত, ২০০২ সাল)

আল্লাহ্ তা'লা এসব লোকের ওপর সহস্র সহস্র রহমত ও কৃপা বর্ষণ করুন, যারা আল্লাহ্এবং তাঁর প্রিয় রসূলের ভালোবাসায়বিভোর হয়ে তাদের প্রিয়ভাজন হয়েছেন।

নামাযের পর আমি এক ব্যক্তির গায়েবানা জানাযাও পড়াবো, এটি হলো শ্রদ্ধেয় মালেক সুলতান হারুন খান সাহেবের জানাযা। ২৭শে মার্চ ইসলামাবাদে তার মৃত্যু হয়েছিল, 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন'। তার বড় পুত্র হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র জামাতা, অর্থাৎ তাঁর (খলীফাতুল মসীহ্রাবের) ছোট মেয়ের সাথে তারবিয়ে হয়েছে। মালেক সুলতান হারুন সাহেব জন্মগত আহমদী ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল কর্ণেল মালেক সুলতান মুহাম্মদ খান সাহেব, যিনি ১৯২৩ সনে ২৩ বছর বয়সে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র হাতে বয়আত করেছিলেন আর নিজ পরিবারে একমাত্র আহমদী ছিলেন। এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'ই তাকে শ্রদ্ধেয়া আয়েশা সিদ্দিকার সাথে বিয়ে করান যিনি চৌধুরী ফতেহ্ মুহাম্মদ সাইয়্যাল সাহেবের কন্যা ছিলেন। এই পরিবারটি পাঞ্জাবের সম্ভ্রান্ত বংশগুলোর মধ্যে একটি বড় নবাব পরিবার ছিল। মালেক আমীর মুহাম্মদ খান সাহেব, যিনি পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্ণর ছিলেন এবং নবাব কালা বাগ নামে সুপরিচিত ছিলেন, তিনি কর্ণেল মালেক সুলতান মুহাম্মদ সাহেবের পিতার চাচাতো ভাই ছিলেন। তার দাদার নাম ছিল মালেক সুলতান সরখরু খান। সে সময় বৃটিশ রাজত্ব ছিল। তখন ভারত ও পাকিস্তান তাদের উপনিবেশ ছিল। সেসময় নবাব হিসেবে তাঁর একটি বিশেষ মর্যাদাও ছিল। তার পুত্র মালেক সুলতান মুহাম্মদ খান সাহেবের চার বছর পর আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য হয়। প্রকৃতিগত পুণ্য ছিল, দুনিয়াদার মানুষ হওয়া সত্ত্বেও ধর্মের প্রতি আকর্ষণ জন্মে আর আল্লাহ্ তা'লা সেই পুণ্যের কল্যাণে তাকে আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক দান করেন।

সুলতান হারুন খান সাহেবের বিয়ে হয়েছে সাবীহা হামীদ সাহেবার সাথে, যিনি ওয়াপদায় জিএম হিসেবে কর্মরত চৌধুরী আব্দুল হামীদ সাহেবের কন্যা ছিলেন। খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) তার বিয়ে পড়িয়েছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) নিকাহ্র এলান করার সময় একথাও বলেছিলেন যে, চৌধুরী ফতেহ্ মুহাম্মদ সাইয়্যাল সাহেব, যিনি ইংল্যাণ্ড মিশনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ও প্রথম মুবাল্লিগ ছিলেন, তিনি আমার শ্রদ্ধেয় বুযূর্গ ছিলেন, আমার প্রতি তার অনেক অনুগ্রহ রয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেন, আমার অল্পবয়সে এবং অভিজ্ঞতাশূন্য বয়সে তিনি আমাকে নিজের সাথে নিয়ে গিয়ে আমার অভিজ্ঞতাকে ব্যাপকতর করার অনেক সুযোগ সৃষ্টি করেছেন আর গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারীদের জন্য আমার হৃদয়ে যে প্রচ্ছন্ন ভালোবাসা ছিল তাদের সেই আকর্ষণকে প্রকাশ করার সুযোগও চৌধুরী ফতেহ্ মুহাম্মদ সাইয়্যাল সাহেবের সাথে থাকার কারণেই আমার লাভ হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেন, এখনও গ্রামের একজন সাধারণ মানুষের সাথে যখন আমার সাক্ষাৎ হয় তখন তার সাথে অকৃত্রিমভাবে কথা বলতে আমি যে আনন্দবোধ করি এক শহরবাসীর সাথে সাক্ষাতে আমি সেই আনন্দ অনুভব করি না। কেননা, শহরের লোকদের কৃত্রিমতার অভ্যাস থাকে আর তাদের এই অভ্যাসের কারণে তাদের সাথে সাক্ষাতের সময় অজান্তে আমরাও কৃত্রিমতার আশ্রয় নেই। তিনি বলেন, যাহোক, আজ আমার এই অনুগ্রহকারী বুযূর্গের দৌহিত্র মালেক সুলতান হারুন খানের বিয়ে যার পিতা হলেন কর্ণেল সুলতান মুহাম্মদ খান সাহেব। আমি তার নিকাহ্র এলান করবো। এরপর বলেন, বন্ধুরা দোয়া করুন- যেভাবে আমাদের জ্যেষ্ঠরা কামানাবাসনামুক্ত হয়ে খোদার ধর্মের নিঃস্বার্থ সেবা করেছেন সেই একই সেবার প্রেরণা এবং সেই ত্যাগ-তিতিক্ষার চেতনা যেন তাদের বংশধরদের মধ্যেও বজায় থাকে এবং তা যেন চোখে পড়ার মত হয়।

(খুতবাতে নাসের, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৪৩৭-৪৪০)

আজ তার মৃত্যুতে এঘটনার স্মৃতিচারণ হলো। আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া থাকবে মরহুম মালেক হারুন সাহেবের সন্তানসন্ততিরাও যেনআহমদীয়াত

শেষাংশ শেষের পাতায় .....

২ পাতার পর..

ফার্স্টের চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করছি যাতে বুলগেরিয়াতেও বিভিন্ন প্রকল্প শুরু করা যায়। হুযুর আনোয়ার বলেন: ঠিক আছে, আপনি যোগাযোগ করুন, আমরা কাজ করতে থাকব।

এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করেন, ' বুলগেরিয়ায় জামাতের রেজিস্ট্রেশন হতে যাচ্ছে। রেজিস্ট্রেশন হওয়ার পর কেবল আহমদীরাই এর অন্তর্ভুক্ত হবে নাকি অন্যরাও হতে পারেন? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি তারা আহমদী না হয় অথচ রেজিস্ট্রেশনে নিজেদেরকে আহমদী হিসেবে প্রকাশ করে, তবে তা অনুচিত কাজ হবে। প্রতারণা করা হবে। এই কারণে যদি ধর্মীয় সংগঠন হিসেবে জামাতের রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে, তবে তাতে অংশ গ্রহণ করতে পাবে না, কিন্তু যদি কোন চ্যারিটি অর্গানাইযেশন হিসেবে নথিভুক্ত হয়, তবে অনেক সৎ প্রকৃতির মানুষকে এর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী এক ভদ্রমহিলা ক্রিলিকা সাহেবা বলেন: আমি একাধিক অনুষ্ঠানে যোগদান করেছি, কিন্তু জামাতে আহমদীয়ার জলসায় আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ পরিবেশ ছিল। অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ছিল যা আমার অবশিষ্ট জীবনের জন্য শান্তির কারণ হবে। লোকেদের মনে আমাদের জন্য সম্মান ও ভালবাসা ছিল। তাদের চোখ থেকে ঈমানের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল আর বোঝা যাচ্ছিল যে এরা কতটা পুণ্যবান। হুযুরের বক্তব্য আমার মনে গভীর প্রভাব রেখাপাত করেছে। বক্তব্য চলাকালীন আমি কাঁদতে থাকি আর মনে হচ্ছিল যেন আমার নতুন জীবন শুরু হতে যাচ্ছে। আমি অবশিষ্ট জীবনটুকু আপনার নির্দেশাবলী অনুসারে অতিবাহিত করার চেষ্টা করব। আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ, এই কারণে যে, আপনি আমাকে এই আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ পরিবেশ থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন।

খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী এক ডক্টর ম্যানিকাটোভ নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন: আমাকে এমন আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ পরিবেশে আমন্ত্রিত করার জন্য আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। অতিথিদের প্রতি অনেক সম্মান প্রদর্শিত হয়েছে। প্রত্যেকের মধ্যে পুণ্য প্রসারের প্রবল আগ্রহ ছিল। আমি হুযুর আনোয়ারের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন পাঠিয়েছিলাম। তিনি নিজের যে ব্যস্ততা সত্ত্বেও সময় বের করে আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তা আমার খুব ভাল লেগেছে।

এক খৃষ্টান মহিলা ক্রাকিমিরা সাহেবা বলেন: আমি স্বামী এবং সন্তানসহ জলসায় অংশগ্রহণ করেছি। এমন সুষ্ঠ ও সুব্যবস্থিত আমি পূর্বে কখনও দেখি নি। মাতাপিতার প্রতি সম্মান, সন্তানদের প্রতিপালন সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছি। এখন সেগুলিকে জীবনের অংশ করে নিব। পুরুষরা যেভাবে মহিলাদের সম্মান করছিল, তা দেখে অনেক আশ্চর্য হয়েছি। খৃষ্টানদের মধ্যে মহিলাদের প্রতি এত সম্মান ও শ্রদ্ধা আমি দেখি নি। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পাশাপাশি আমি আপনার জন্য দোয়া করব।

আরও একজন খৃষ্টান ভদ্রমহিলা ওয়ালেন্টিনা সাহেবা বলেন: আমি প্রথমবার জলসায় অংশগ্রহণ করছি। এত বিশাল সংখ্যক মানুষকে একত্রিত দেখে এবং পরস্পরকে সম্মান করতে দেখে খুব আনন্দিত হয়েছি। বিশেষ করে আপনারা বল প্রয়োগের বিরুদ্ধে যে শিক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন তা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। ইসলাম সম্পর্কে যে ভ্রান্ত ধারণা ছড়ানো হচ্ছে সেগুলির স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে আমার হৃদয় এখন আশ্বস্ত হয়েছে।

মহম্মদ ইউসুফ নামে অতিথি বলেন: প্রথমবার আমি জলসায় এলাম। জামাতের বিরুদ্ধে যে সমস্ত কথা শুনেছিলাম, জলসার পরিবেশ দেখে আমার মন এখন সব দিক থেকে পরিস্কার হয়ে গেছে। সর্বত্র পুণ্য এবং কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা ছিল। আপনাদের নীতিবাক্য- 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে' আমাকে প্রভাবিত করেছে। সর্বত্র কেবই শান্তি ছিল। জলসাচলাকালীনই আমি আহদীয়াতের অন্তভুর্ক্ত হতে মনঃস্থির করি। আমার অনেক ব্যক্তিগত সমস্যা ছিল, কিন্তু জলসায় অংশগ্রহণ করে আমার সমস্যাগুলি নিজে থেকেই দূর হতে আরম্ভ করেছে। এখন আমি জামাতের বাণী প্রচার করব।

আন্না নামে এক ভদ্রমহিলা বলেন: প্রথমবার জলসায় অংশগ্রহণ করছি। আমাকে সব কিছুই ভাল লেগেছে। নিঃস্বার্থ হয়ে সেবা করার প্রেরণা দেখে ভাল লেগেছে। ছোটদের পানি পরিবেশন করা খুব ভাল লেগেছে। এখানে আমার জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে।

আরও এক খৃষ্টান মহিলা লিলানা সাহেবা বলেন: হুযুরের বক্তব্যের গভীর প্রভাব পড়েছে। আপনার কাছে এসে নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে হচ্ছে। অপরের প্রতি সহানুভুতি, সরকার ও প্রশাসনকে বোঝানো এবং তাঁর কথাগুলি এমন ছিল যে, পৃথিবীবাসী যদি এগুলি মেনে চলে, তবে অনেক উন্নতি ঘটবে আর এটি শান্তিপূর্ণ পৃথিবী হয়ে উঠবে। হুযুর আমাদের পরিবারের জন্য দোয়া করবেন।

বোসনিয়ার প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত

বোসনিয়া থেকে ৫৯ জন সদস্য জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

এক অতিথি বলেন, আমি গত বছরও জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলাম। জলসায় দোয়া করার সুযোগ হয়েছে। গত বছর আমি হুযুর আনোয়ারকে এই মর্মে দোয়ার জন্য আবেদন করেছিলাম যে, আমার কাছে কোন কাজ নেই, চাকুরী নেই। জলসায় থেকে ফিরে যেতেই আমি কাজ পেয়ে যাই। এসব হুযুরের দোয়ার কল্যাণ।

এক ভদ্রলোক বলেন: আমার ডান হাতে আঘাতের ক্ষত ছিল। আমি হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে করমর্দন করে ঘরে ফিরে দেখি ক্ষত নিরাময় হয়ে গেছে। এটি তাঁর সঙ্গে করমর্দনের বরকতেই হয়েছে।

এক অতিথি বলেন, খোদা তা'লা আমার এবং পরিবারের সদস্যদের সুস্বাস্থ্য দান করুন, সমস্যাবলী থেকে মুক্তি দিন এবং আমাকে তৌফিক দিন যেন পুনরায় এসে হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করতে পারি। হুযুর আনোয়ার বলেন, আল্লাহ্ কৃপা করুন।

এক বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি বলেন, আমি খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ। তিনি আমাকে এই বয়সেও যুগ খলীফাকে দেখার সৌভাগ্য দান করলেন।

এক ভদ্রমহিলা বলেন, ' আমি সরকারি অনাথাশ্রমের পরিচালকের পদে রয়েছি। জামাত আমাদের সঙ্গে একাধিক প্রকল্পে কাজ করেছে।' তিনি দোয়ার আবেদন জানিয়ে বলেন, 'খোদা তা'লা যেন মানুষকে বিবেক দান করেন, যাতে সকলে মিলে সেবা করে।' হুযুর বলেন, এর জন্য প্রয়োজন মানুষের নিঃস্বার্থ হয়ে কাজ করা।

এক অতিথি বলেন: মিডিয়ায় ইসলামের অনৈসলামিক চেহারা দেখানো হয়। ইসলামকে সেখানে বিবর্ণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।' যা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন, সমাজে আপনার এক বিশেষ মযার্দা রয়েছে। আপনারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করুন আর এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন।

এক অতিথি হুযুর আনোয়ারের সমীপে সালাম জানিয়ে বলেন, ' দুই বছর থেকে আমি জামাতের সঙ্গে একটি প্রকল্পের শরিক। জামাত তাদের সঙ্গ দিয়ে এবিষয়ে সহায়তা করছে। গত বছরও আমি জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলাম। এবছরও সুযোগ এল।

আর্মান নামে এক ভদ্রলোক বোসনিয়ার যেনকা শহরের মেয়রের প্রতিনিধি হিসেবে জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: জলসার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা উচ্চমানের ছিল। এরা যেভাবে কাজ করে তা দেখে আশ্চর্য হতে হয়। জলসা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করা মাত্রই এক আধ্যাত্মিকতার অনুভুতি জাগে আর সর্বত্র শান্তি ও ভালবাসার দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এ সব কিছুর উর্দ্ধে যে বিষয়টি আমাকে প্রভাবিত করেছে, তা হল জামাতে আহমদীয়ার ইমামের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাতারে অভিজ্ঞতা। এত কাছে থেকে তাঁকে দেখা আমার জন্য এক আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ অভিজ্ঞতা ছিল। আমি জামাতের ইমামকে কাছে থেকে অনুভব করছিলাম যে, তাঁর ব্যক্তিত্বে কতটা প্রবল আকর্ষণীয় শক্তি রয়েছে। তাঁর চেহারা কতটা শান্ত। আমি যদি বলি তিনি হলেন শান্তি ও নিরাপত্তাবোধের মূর্তপ্রতীক, তবে বিন্দু মাত্র অত্যুক্তি হবে না। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পরও আমি সেই মধুর স্মৃতি উপভোগ করে চলেছি। ফিরতি সফরে এবং ঘরে ফিরেও খলীফার অম্লান স্মৃতি আমার হৃদয়ে আধ্যাত্মিকতার চেতনাকে জীবিত রাখবে।' তিনি নিজ শহর প্রশাসনের পক্ষ থেকে হুযুর আনোয়ারকে একটি সাম্মানিক স্মারক উপহার হিসেবে হাতে তুলে দেন এবং বলেন,' এই স্মারকে ১১৯৮ সালের একটি তথ্যলিপি রয়েছে, যেটির মাধ্যমে তদানীন্তন

ইমামের বাণী

"যদি তোমরা মুত্তাকি হও আর তাকওয়ার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ পথে পরিচালিত হও, তবে খোদা তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০০)

দোয়াপ্রার্থী: বেগম আয়েশা খাতুন, জামাত আহমদীয়া হরহরি, মুর্শিদাবাদ

ইমামের বাণী

"কেবল একটি জিনিষই কুপ্রবৃত্তি এবং শয়তানি প্ররোচনাকে প্রতিহত করতে পারে, যাকে বলা হয় মারেফাতে ইলাহি বা ঐশী-তত্ত্বজ্ঞান।

(মালফুযাত, ২য়খণ্ড, পৃ: ৩)

দোয়াপ্রার্থী: নুর আলাম, জেলা আমীর, জলপাইগুড়ি, (প:ব:)

বোসনিয়ার সম্রাট ক্রোয়েশিয়ার লোকদেরকে বোসনিয়া এসে কাজ করার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। এটি এমন এক প্রাচীন তথ্যালিপি যেখানে ঐতিহাসিকভাবে বোসনিয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়।

বোসনিয়া থেকে এক অ-আহমদী মসজিদের ইমাম হারিস সাহেবও জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। জলসার পূর্বে একটি তবলীগি অধিবেশনে তিনি বলেন, আমি নিজে জামাত সম্পর্কে অধ্যয়ন ও গবেষণা করতে চাই, যাতে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জামাত সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। এই উদ্দেশ্যেই তিনি জলসায় অংশগ্রহণ করার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। জলসা গাহে কিছুটা সময় অতিবাহিত করার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, একমাত্র তোমরাই সঠিক অর্থে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রচার করছ। জলসার সমস্ত প্রক্রিয়া মনোযোগ সহকারে দেখেছি এবং শুনেছি। জলসার পর তাদেরকে দলের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে জামেয়া আহমদীয়া জার্মানীও ঘুরে দেখানো হয়।

জামেয়া পরিদর্শনের পর তিনি বলেন: পরিতাপের বিষয় হল, মুসলমান বিশ্ব ধর্মীয় ও জাগতিক উভয় শিক্ষার ক্ষেত্রেই অনগ্রসর। কিন্তু একদিকে আমি জলসায় যেমন দেখলাম যে, জামাত আহমদীয়ার ইমাম জাগতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সনদ বিতরণ করার মাধ্যমে জামাতের সদস্যদের মধ্যে জাগতিক জ্ঞানের জগতে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করছেন। অপরদিকে জামেয়ার পরিদর্শনের পর একথাও উপলব্ধি করলাম যে, জামাত আহমদীয়া খিলাফতের নেতৃত্বে কিভাবে ধর্মীয় জ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের জন্য সুসংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করে চলেছে। তারা কতই না অসাধারণ ভারসাম্য বজায় রেখে প্রতিযোগিতার ময়দানে এগিয়ে চলেছে এবং মুসলমানদের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে আত্মনিবিষ্ট করছে।

তিনি হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের পর বলেন, ‘ জামাত আহমদীয়ার ইমামের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাত করার এবং কথা বলার সৌভাগ্য হয়েছে। এটি আমার পরম সৌভাগ্য। সাক্ষাতকালে তিনি হুযুর আনোয়ারকে বলেন, ‘ আমি জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতার রচনা ‘বারাহীনে আহমদীয়া এবং তাযকেরা’ অধ্যয়ন করতে চাই। যা শুনে হুযুর আনোয়ার তাঁকে দিক-নির্দেশনা দিয়ে বলেন, ‘আপনি প্রথমে ইসলামী ওসুল কি ফিলাসফি (ইসলামী নীতিদর্শন) এবং Invitation to Ahmadiyyat’ অধ্যয়ন করুন। এর ফলে আপনার জন্য সব কিছু সহজবোধ্য হয়ে উঠবে। অবশ্যই এর পাশাপাশি ‘বারাহীনে আহমদীয়া ’ এবং তাযকেরাও অধ্যয়ন করুন।

বোসনিয়া দলে এক বয়োবৃদ্ধ সদস্য উসমান সাহেব জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি একাধিকবার বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। তিনি বলেন, ‘ আমাকে যখন এই জলসায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রিত করা হল এবং বলা হল যে, জলসাতে খলীফা অংশগ্রহণ করবেন, তখন খলীফা শব্দটিই জলসায় অংশগ্রহণের জন্য আমার মধ্যে এক বিস্ময়কর আকর্ষণ সৃষ্টি করে। এই বয়সে এত দীর্ঘ সফর করা আমার জন্য খুবই কষ্টসাধ্য ছিল, কিন্তু আমি সংকল্প করে ফেলেছিলাম যে, খোদার খলীফার কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর জ্যোতির্মণ্ডিত চেহারা অবশ্যই দেখব এবং খোদার সেই প্রিয় বান্দাকে বলব, জীবনের কোন ভরসা নেই, অতএব দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা’লা যেন আমার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন এবং অবশিষ্ট জীবনটুকু যেন তাঁর সন্তুষ্টি অনুসারে অতিবাহিত হয়। এবং আমাকে এবং আমার পরিবারকে যেন আল্লাহ্ তা’লা বিপদাপদও পরীক্ষা থেকে নিরাপদ রাখেন। আল্লাহ্ তা’লা সুস্থ রাখলে আগামী বছরও আমি হুযুর আনোয়ারের কাছে উপস্থিত হব এবং এই বাণীকে নিজের আশপাশের পরিবেশে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব।

বোসনিয়া দলের অপর ভদ্রমহিলা মুয়ামরাহ জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, ‘ প্রথমবার হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করলাম। জলসার দিনগুলি কত দ্রুত অতিবাহিত হল তা বুঝতেই পারলাম না। সময়টুকু যদি আরও দীর্ঘ হত! আমার বাসনা হল প্রতি বছর জলসায় অংশগ্রহণ করার। হুযুরের চেহারায় আমি এক জ্যোতি দেখেছি। আমাদের দেশের লোকেরাও যদি এই জ্যোতি প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হত!

বোসনিয়ার মোন্টেগেরুর এক সদস্য ফারুক সাহেব বলেন: আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। কিন্তু এই জলসায় অংশগ্রহণ আমি সব কিছু হৃদয় চক্ষু দিয়ে দেখেছি আর জলসায় অন্তরাত্মাকে পরিতৃপ্ত করে ফিরে যাচ্ছি। আমি যে অঞ্চলের অধিবাসী, সেখানকার মানুষ ধর্ম থেকে বহু দূরে। আধ্যাত্মিকতা কি জিনিস সে সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। কিন্তু জলসার সময় আমি অনুভব করলাম যে খোদা বিদ্যমান। শান্তি, নিরাপত্তাবোধ এবং আন্তরিকক প্রশান্তি রূপে তাঁর আশিস এখানে বর্ষিত হচ্ছে, যা থেকে আমিও অংশ পেয়েছি। হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি বলেন: যেরূপ পূর্বেই উল্লেখ করেছি, আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। সাক্ষাতের দিন ক্ষীণদৃষ্টির জন্য দূর থেকে খলীফাকে ঠিকমত দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু ছবি তোলার সময় এবং তাঁর সঙ্গে করমর্দনের সময় আমার অন্তর অনুভব করল যে, এই ব্যক্তি কল্যাণ ও আশিসের মূর্তপ্রতীক। এছাড়াও তিনি আমাকে ইংরাজিতে থ্যাঙ্ক ইউ বলেছেন। তাঁর সেই কথা এখনও আমার কানে বাজছে। সেই কথার অনুরণন থেকে আমি এক আধ্যাত্মিক তৃপ্তি অর্জন করছি। আল্লাহ্ তা’লা সুস্থ রাখলে আমি প্রতি বছর এই জলসায় অংশগ্রহণের চেষ্টা করব এবং এর আশিসরাজি লুণ্ঠন করে ঘরে ফিরে যাব।

বোসনিয়ার এক নবদীক্ষিত সদস্য এলভেডিন সাহেব বলেন: আমাকে যখন বলা হল যে, জার্মানী জলসায় হুযুর সশরীরে অংশগ্রহণ করেন, তখন আমি জলসায় অংশগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করি। কিন্তু তাঁর কর্মস্থল থেকে ছুটি পাওয়া দুঃসাধ্য বিষয় ছিল। যে ব্যক্তির কাছে তিনি কাজ করতেন তার আচরণও অতি কঠোর ছিল। তাই তিনি সংকল্প করেন যে, কাজ ছাড়তে হলেও অবশ্যই জলসায় অংশগ্রহণ করে হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত করবেন। এ ব্যাপারে দোয়াও করতে থাকেন। খোদার মহিমা দেখুন, যে ব্যক্তির কাছে তিনি কাজ করতেন, তিনি নিজেই তাঁকে বললেন, যতদিনের ছুটি নিতে চাও নিতে পার। ছুটি থেকে ফিরে কাজে যোগ দিও। এইভাবে ভদ্রলোক জলসায় অংশগ্রহণ করেন এবং এখানে এসে হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করেন যে, মুসলমানদের মধ্যে এত বেশি বিভেদের কারণ কি? মুসলিম একে অপরের বিরুদ্ধে, পরস্পরের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করছে। এটি কেবল আরব বিশ্বেরই বিষয় নয়, সমগ্র বিশ্বেই একই পরিস্থিতি। এর কারণ কি? হুযুর আনোয়ার বিষয়টিকে কিভাবে দেখেন এবং এ সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: জামাত আহমদীয়ার জন্য এবিষয়টি দেখা খুবই সহজ। আমরা তো একথা জানি যে, আঁ হযরত (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং হাদীসে রয়েছে যে, একটি হবে নবুয়তের যুগ, এরপর খিলাফতে রাশেদার যুগ আসবে। তারপর সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটবে এবং তা দীর্ঘকাল থাকবে। এরপর প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর যুগ আসবে যার পর ইসলাম পুনরুজ্জীবিত হবে এবং একটি জামাত প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি একথাও বলেছিলেন যে, ইসলামের মধ্যে অনেক দলাদলি হবে। এখন আমরা দেখি যে, এমনিতে বলতে গেলে ইসলামের মূলত দুটিই প্রধান দল- একটি সুন্নী আর অপরটি হল শিয়া। কিন্তু তাদের মধ্যেও এতবেশি উপদল রয়েছে যে, প্রত্যেক দলই কেবল নিজেদের ইমামকেই সত্য বলে মনে করে আর এই কারণেই উলেমাদের মধ্যে বিভেদ রয়েছে। এই বিভেদের কারণে তাদের মসজিদগুলিতে তাদের পিছনে নামাযীদের মনে ইমামদের চিন্তাধারা সঞ্চারিত হয়। আর প্রত্যেকে মনে করে যে, আমরা ঠিক পথে রয়েছি আর অন্যরা ভুল পথে রয়েছে। তারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার কথা ভুলে যায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কুরআন করীম ঘোষণা দেয়- ‘রুহামাও বায়নাহুম’-অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি সদাচারী হওয়া এবং প্রেম-প্রীতি সহকারে বসবাসকারী হওয়া উচিত। তাই এর একটি কারণ হল, এই ধরণের তথাকথিত আলেমরা বিভেদের এই ফাটলকে আরও বিস্তৃত করতে থেকেছে। এছাড়া মুসলমান নেতাদের ব্যক্তিগত স্বার্থও এর একটি কারণ। তাদের দল ক্ষমতাসীন হলে সেটিকে খোদার কৃপা জ্ঞান করে জনসাধারণের সেবা করার পরিবর্তে নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে লেগে পড়ে। যারাই আসে, তারা কেবল ক্ষমতা দখল করে থাকতে চায়, ছাড়তে চায় না। এর জন্য যদি মানুষের উপর অত্যাচারও করতে হয়, তবুও তারা পিছপা হয় না। তাই, জাগতিক নেতা, দেশের নেতা, দলনেতা বা ধর্মীয় নেতা- যেই হোক না কেন সকলে মানুষের চিন্তাধারা এমন করে রেখেছে যে, তারা মনে করে আমরাই সঠিক আর এর জন্য যে সীমা পর্যন্ত যেতে হয় যাব। অত্যাচার করতে হলেও করব। এই কারণেই দেশের অভ্যন্তরেও অত্যাচার বৃদ্ধি পাচ্ছে আর এক দেশ অপর দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।

হুযুর বলেন: এই কারণে আমরা

ইমামের বাণী

“ যে ব্যক্তি ইসলামের সম্মানের জন্য আত্মাভিমান রাখে না, খোদা তা’লা তার সম্মান ও আত্মাভিমানের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না। ”

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১১)

দোয়াপ্রার্থী: শামসের আলি, জেলা আমীর, বীরভূম

বিশ্বাস করি, আঁ হযরত (সা.) -এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে যে ব্যক্তির আসার প্রতিশ্রুতি ছিল তিনি এসে ঘোষণা করেছেন যে, আমার আগমণ দুটি কাজের উদ্দেশ্যে। এক, বান্দার সঙ্গে খোদার পরিচয় করিয়ে দেওয়া, তাঁর নৈকট্য প্রদান করা, এবং দুই মানুষকে পরস্পরের অধিকার প্রদান করার প্রতি মনোযোগী করা। এই লক্ষ্যেই জামাত আহমদীয়া সারা বিশ্বে নিজেদের মিশনও তৈরী করেছে এবং তবলীগের মাধ্যমে ইসলামের বাণী পৌছে দিচ্ছে। আপনি পৃথিবীর যে কোন দেশে চলে যান- আফ্রিকায় যেখানে আল্লাহ্‌র কৃপায় আহমদীয়াত দ্রুত বিপুল হারে বিস্তার লাভ করছে। সেখানকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে দেখুন। ইন্ডোনেশিয়া, মালয়েশিয়া এবং ইউরোপীয় দেশসমূহে বা এশিয়ার বিভিন্ন দেশে- আপনি যেখানেই যান, সেখানে দেখবেন যে, আহমদীয়াতের চিন্তাধারা এই এক সূরে গাঁথা- 'শান্তি, ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধের বাতাবরণ বজায় রাখতে হবে। এই কারণেই কিছু কিছু স্থানে আমাদের উপর অত্যাচারও হয়। কিন্তু আমরা কখনও প্রতিশোধ গ্রহণ করি নি, কখনও উত্তর দিই নি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রকৃত বিষয় সেটিই যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সামনে সমাধানসূত্র দিয়েছেন, আঁহযরত (সা.) যার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন আর আমাদের ঈমান অনুসারে কুরআন করীমে সূরা জুমাতেও এর উল্লেখ রয়েছে। সেটিই একমাত্র সমাধানের উপায় যা মুসলমানদের মধ্যে বিরাজমান ভেদাভেদের অবসান ঘটাতে পারে। এছাড়াও ধর্মমত নির্বিশেষে প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তির উচিত, সকলের কথা শোনার পর অন্ততপক্ষে সেটি মেনে চলার পূর্বে একবার ভেবে দেখা উচিত যে, আমি যা কিছু করছি সেটি সঠিক কি না। নির্বোধের ন্যায় প্রত্যেক কথার অনুবর্তিতা করাও তো আবশ্যক নয়। কোন বিবেকবান মানুষ, সে যে সম্প্রদায়েরই হোক না কেন, যদি একথা উপলব্ধি করে নেয় তবে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এরা যদি খোঁজ খবর নিয়ে দেখে তবে জানতে পারবে যে, ইরাকে এবং সিরিয়াতে অরাজতার মূল কারণ সেই একই ছিল- শিয়া ও সুন্নীর মধ্যে বিভেদ, যদিও সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পিছনে পশ্চিমি পরাশক্তিগুলির ভুমিকা ছিল। তুরস্কেও তুর্কী এবং কুর্দ এই দুই জাতির মধ্যে বিভেদের কারণে সমস্যা দেখা দিয়েছে। সর্বত্রই মানুষ এজন্য লড়াই করছে যে, তাদের নিজেদের স্বার্থ প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে, আল্লাহ্ তা'লার কথা তারা শুনতে প্রস্তুত নয়। যেরূপ আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন- 'রুহামাও বায়নাহুম'। পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থাকবে এমন বৈশিষ্ট হবে কাফেরদের। যেরূপ তিনি বলেছেন- 'কুলুবুহুম শাত্তা'। কিন্তু মুসলমানদের আজ এই অবস্থা যে, তাদেরই অন্তর বিদীর্ণ হয়ে আছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি নিজেই বিচার করুন, এমন মুসলমানেরা খোদা তা'লার কথা মেনে চলছে, নাকি চলছে না? আপনি যদি চিন্তা করে দেখেন, তবে এই প্রশ্নের উত্তর নিজেই পেয়ে যাবেন।

মেসেডোনিয়ার প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত

মেসেডোনিয়া থেকে এবছর ৮৩ জন ব্যক্তি জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। যাদের মধ্যে ৫০ জন বাসে করে ২ হাজার কিমি পথ অতিক্রম করে এসেছিলেন। এই অতিথিদের মধ্যে ২১ জন আহমদী এবং ২৯ জন জন্য অ-আহমদী ছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন একটি বড় শহরের মেয়র এবং চারটি বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের ৬জন সাংবাদিক ছিলেন।

এক ভদ্রমহিলা বলেন: প্রথম বার আমি জলসায় অংশগ্রহণ করলাম। এখানে প্রেম ও সম্প্রীতির পরিবেশ ছিল, আর ছিল শান্তির শিক্ষা। জলসায় আমার দৃষ্টিতে কোনও প্রকার ঘাটতি ছিল না। পেশায় আমি একজন সাংবাদিক। সাংবাদিক হিসেবেই কাজ করে এসেছি। পুরুষ ও মহিলাদের সাক্ষাতকার গ্রহণ করেছি। অনেক আশ্বস্ত হয়ে ফিরে যাচ্ছি। যা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন, খুব ভাল সাংবাদিক। অন্যথায় সাংবাদিকরা খুব কমই আশ্বস্ত হয়।

পেশায় অধ্যাপক প্রতিনিধি দলের এক সদস্য বলেন: প্রথমবার জলসায় অংশগ্রহণ করছি। এত বড় জলসায় এক মিলি মিটার পরিমাণও কোন ন্যয় থেকে কোন কিছুকে বিচ্যুত হতে দেখিনি। এই জামাত সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্ তা'লার পথে পরিচালিত হচ্ছে। আমার মন এর সত্যায়ন করেছে এবং সাক্ষ্য দিয়েছে যে, এই জামাত সত্য। সেই দিন কবে আসবে, যেদিন জামাত সমগ্র বিশ্বে প্রসার লাভ করবে? যা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন: জামাত আহমদীয়া একটি ধর্মীয় জামাত। ধর্মীয় জামাত ধীর গতিতে উন্নতি করে। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ সংখ্যক মানুষ জামাতে প্রবেশ করে থাকে। এবছর ৬ লক্ষেরও অধিক মানুষ জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। ইনশআল্লাহ্ একদিন জামাত সমগ্র বিশ্বে প্রসার লাভ করবে এবং জামাতের বিজয় হবে। খৃষ্টধর্মের সারা বিশ্বে প্রসার লাভ করতে তিনশ বছর সময় লেগেছিল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, তিনশ বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই জামাতের অনুসারীরা বিপুল সংখ্যায় পৌঁছে যাবে আর বিশ্বের অনেক স্থানে আহমদীদের বিপুল জনংখ্যা থাকবে। আমরা মোটেই আশাহত নই। ধর্মীয় জামাতকে বংশ পরম্পমরায় কুরবানী দিতে হয়।

এক যুবতী নিবেদন করে, পাকিস্তানে এক আহমদীর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। আমি প্রথমে মেডিক্যাল কোর্স করেছিলাম। এখন আমি মিডওয়াইফ হিসেবে কিম্বা আয়েশা একাডেমিতে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: মিডওয়াইফের কাজ করুন এবং সঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করতে থাকুন।

এক অতিথি বলেন: আমি হুযুরকে সালাম নিবেদন করছি। আমি এবছর জলসায় অংশগ্রহণ করে যারপরনায় আনন্দিত হয়েছি। এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার পূর্বে আমি আহমদী মুসলমানদের বিরুদ্ধে কিছু লেখা পড়েছিলাম। এখানে এসে বিষয়টি যাচাই করে দেখার সুযোগ পেলাম। সবকথাই মিথ্যা। একমাত্র জামাত আহমদীয়া ইসলামের সঠিক শিক্ষা অনুশীলন করছে। এখানে এসে আমি ইসলামের এক পবিত্র ও নিষ্কলুষ চিত্র দেখতে পেলাম। তিনশ বছর নয়, বরং এর অনেক পূর্বেই জামাত পৃথিবীতে বিজয় লাভ করবে আর ইসলামকে নেতৃত্ব দান করবে।

এক অতিথি প্রশ্ন করেন যে, যে সব মুসলমান এবং খৃষ্টানরা আমাদের জামাতের সঙ্গে ভাল আচরণ করে না, মৃত্যুর পর তাদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ হবে? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: খোদা তা'লা তাদের প্রতি কিরূপ আচরণ করবেন, সেটি তাঁর বিষয়।

জলসায় তিনজন মুসলমান অধ্যাপক অংশগ্রহণ করেন, যারা পরস্পর বন্ধু। তাঁদের মধ্যে একজন আইটির প্রফেসর। তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন: জলসা সালানার ব্যবস্থাপকগণ এবং মেসেডোনিয়োর স্থানীয় আহমদীদের প্রতি কৃতজ্ঞ যাদের আমন্ত্রণে আমি জলসায় অংশগ্রহণ করেছি। এখানে সঠিক ইসলামি শিক্ষার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছিল। যদিও আমি পূর্বেও জামাত আহমদীয়ার খলীফাগণ এবং জামাত সম্পর্কে শুনেছিলাম এবং পড়েছিলাম, এবং অনেক কথা জামাতের বিরুদ্ধে শুনেছিলাম। কিন্তু এখানে এসে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি। আমি জামাত আহমদীয়ার খলীফাকে দেখেছি, তাঁর কথা শুনেছি। আর আমি অন্যান্য অনেক কথা শিখেছি। জামাতের খলীফা যে কথা বর্ণনা করেছেন তার দ্বারা আমি ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছি। তিনি আরও বলেন, জামাতের খলীফার কথা শুনে এবিষয়ে আমার ঈমান আরও সুদৃঢ় হয়েছে যে, সমগ্র বিশ্বের মানুষ সেই বাণী ও পথ অবলম্বন করবে যা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সূচিত হয়েছে। আমার পক্ষ থেকে আপনাদের উপর সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক। আপনাদের জন্য শুভেচ্ছা রইল।

প্রফেসর ডক্টার মেটুস সুলেজমানি সাহেব মেকডোনিয়ার সোশিওলোজির প্রফেসর। তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আমাকে জলসায় আমন্ত্রিত করা এবং উৎকৃষ্ট মানের আতিথেয়ার করার জন্য আমি জামাত আহমদীয়ার সদস্যদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। জামাতের পক্ষ থেকে জলসার সময় আমি যে উচ্চমূল্যবোধের ধর্মীয় ও সামাজিক রূপ প্রকাশ পেতে দেখেছি সে সম্পর্কে আমার চিন্তাধারা অত্যন্ত ইতিবাচক। জলসায় আমি আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কিত নীতির বহিঃপ্রকাশ দেখেছি। আমি জামাত আহমদীয়ার সমস্ত মহতাকাঙ্খায় সফলতা ও উন্নতির কামনা করি এবং আপনাদের জন্য দোয়া করি। আপনাদের প্রতি অনেক অনেক সম্মান ও শ্রদ্ধা রইল।

প্রফেসর মুনীর আদিমি সাহেব নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন: অসাধারণ আতিয়েথতার জন্য আমি আমার নিজের ও পরিবারের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই জামাত নিজেদের ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক, জাতিগত এবং সামাজিক মূল্যবোধকে উৎকৃষ্ট পন্থায় উপস্থাপন করে। ২০১৮ সালের এই জলসায় বিশেষ করে হযরত মির্যা মসরূর আহমদকে তাঁর তত্ত্ব ও যুক্তিপূর্ণ ভাষণের জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। যাতে তিনি

মহানবী (সা.)-এর বাণী

'সর্বদা সত্য বল, যখন তোমার কাছে কোন গচ্ছিত সম্পদ রাখা হয়, তখন তা আত্মসাৎ করো না আর সর্বদা প্রতিবেশীদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করো।"

(বাইহাকি, ফি শোয়েবিল ঈমান)

দোয়াপ্রার্থী: আনোয়ার আলি, জামাত আহমদীয়া, অভয়পুরী (আসাম)

ভালবাসা, শান্তি, ভ্রাতৃত্ববোধের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। সাক্ষাতকালে তিনি প্রশ্ন করেন যে, আপনার মতে সেই দিন কবে আসবে যেদিন জামাত আহমদীয়া পুরো বিশ্বকে নেতৃত্ব দান করবে। কেননা, আমি দেখতে পাচ্ছি যে, এই জামাতের মধ্যে সেই রসদ রয়েছে যার মাধ্যমে সে সমস্ত মুসলমানদেরকে এক পতাকা তলে একত্রিত করতে পারে। এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: জামাত আহমদীয়ার আল্লাহ্‌র কৃপায় একটি ধর্মীয় জামাত। আর ধর্মীয় জামাত ধীর গতিতে উন্নতি করে। আল্লাহ্‌র কৃপায় জামাত উন্নতি করছে। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ এই জামাতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন। এবছরও ৬ লক্ষেরও অধিক মানুষ জামাতে প্রবেশ করেছে। আমাদের আশা, এমন একদিন আসবে যেদিন পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ জামাত বা প্রকৃত ইসলামের বাণী অনুধাবন করতে সক্ষম হবে এবং এই জামাতের অন্তর্ভুক্ত হবে। হুযুর আনোয়ার বলেন: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, আমি মুসার উম্মতের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এসেছি। খৃষ্টধর্মের উন্নতি ধীরগতিতে হয়েছিল। পৃথিবীতে যখন তাদের পরিচিতি লাভ করতে আর বিরোধীতা হ্রাস পেতে তিনশ বছরের অধিক সময় লেগেছিল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, ইনশাআলাল্লাহ্‌ তিনশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই জামাত পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে বিস্তার লাভ করবে, বা প্রকৃত ইসলামের মান্যকারী হবে। এই কারণে আমাদের হতাশ হওয়া উচিত নয়। এজন্য প্রজন্ম পরম্পরায় কুরবানি করতে হয়।

পেশায় সাংবাদিক কোকেবা গোনকা বলেন: আমি পেশায় একজন সাংবাদিক। অনেক সম্মেলন দেখেছি। মানুষের সাক্ষাতকার গ্রহণ করেছি। আমি চেষ্টা করব যেন জলসার ডকুমেন্টরী আমার সব থেকে উৎকৃষ্ট কাজ হিসেবে প্রমাণিত হয় আর তা যেন সারা বিশ্ব দেখে। আমি ভবিষ্যতেও আপনাদের সঙ্গে মিলে কাজ করতে চাই। আর যারা আমার অনুষ্ঠান দেখবে তারা যেন বুঝতে পারে যে কিভাবে ভালবাসার বিস্তার ঘটাতে হয়। আমি আহমদীয়াত সম্পর্কে এই সত্য মানুষের কাছে তুলে ধরব যে, কিভাবে মানুষের জীবন অতিবাহিত হওয়া উচিত। আমি সারাজীবনে এর পূর্বে এমন ভাল মানুষদের দেখি নি যারা এমন ইতিবাচক চিন্তাধারার প্রসার করছে।

দলের এক প্রতিনিধি কোস্টোভস্কি সোজানকো সাহেব লেখেন: ২০১২ সালে প্রথম বার জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলাম। এটি আমার দ্বিতীয় বার জলসায় অংশগ্রহণ। পূর্বের জলসায় যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, এবারও সেই একই অভিজ্ঞতা হল। আমি হুযুরের মধ্যে অংশগ্রহণকারীদের জন্য অকৃত্রিম ভালবাসা দেখেছি। আমাদের আতিথেয়তায় কোন রকম ত্রুটি ছিল না। আপনাদেরকে ধন্যবাদ। হুযুর আনোয়ারের যে ভাষণগুলিতে তিনি ইসলামের কথা বলেছেন, তা আমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছে। এর পূর্বে আমি এই প্রশ্নগুলির একটিরও উত্তর জানতাম না। 'দাতা দান গ্রহণকারী অপেক্ষা উত্তম'- তাঁর এই উক্তিটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল।

উযুনোভা ডেজানা সাহেব বলেন: এই জলসা সব দিক থেকেই সম্পূর্ণ ছিল। বিশেষ করে সমস্ত অনুষ্ঠান যথাসময়ে আরম্ভ হচ্ছিল। এটি আমার প্রথম জলসা আর পরের বছরও জলসায় আসতে চাই। আমার পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাব রয়েছে, সেটি হল এই যে, আমার মত মানুষ যারা মুসলমান নয়, তাদের জন্য কি সমস্ত অনুষ্ঠানের সময় হলঘরেই সীমাবদ্ধ থাকা জরুরী? আর তা যদি না হয় তবে তাদের জন্য অনুষ্ঠানের একটি অংশ এমন হওয়া উচিত যেখানে পৃথকভাবে জলসা এবং জামাত সম্পর্কে তাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে।

ফিন্ডানকা রিস্টোভা সাহেবা বলেন: গত বছরের জলসা আমার উপর ভাল প্রভাব ফেলেছিল। সেই প্রভাবই আমাকে এবছরও এখানে আসতে বাধ্য করেছে। এবার এসে সেই একইরকম উষ্ণ অভ্যর্থনা আমাকে আপ্লুত করেছে। যেভাবে জলসার সমস্ত কর্মীরা ত্রুটিহীনভাবে নিজেদের কর্তব্য পালন করে চলেছে তা আমাকে প্রভাবিত করেছে। আমি অনুভব করছিলাম যেন নিজের বাড়িতেই অবস্থান করছি। খলীফার বক্তব্য আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

জোরিনিস্কি জোরানকো সাহেব বলেন: জলসায় এই প্রথম একজন সাংবাদিক ও অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করছি। আমাকে আমন্ত্রিত করার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ। ওয়াসীম সাহেব আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমি একটি কথা বলতে চাই যা তারা এখনও হয়তো জানে না। সেই কথাটি হল, এই বিপুল সংখ্যক মানুষ ভালবাসা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা নিয়ে এখানে সময় অতিবাহিত করছে। আমি একথা স্বীকার করতে চাই যে, পূর্বে আমার ধারণা ছিল যে, এত মানুষের সমাবেশের ফলে বিভিন্ন সমস্যার উৎপত্তি হতে পারে। কিন্তু আমি প্রথম দিনই উপলব্ধি করি যে, এখানে এমন কিছুই ঘটছে না যার উপর আপত্তি করা যেতে পারে।' তিনি আরও বলেন, 'আপনাদের নীতিবাক্য- ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'- বাণীটি অত্যন্ত পবিত্র, মনে হয় যেন কোন ঐশী বাণী। এই বাণীটি সমগ্র মানবতার জন্য এক উৎকৃষ্ট নীতি প্রদর্শক। আমি হুযুর আনোয়ারকে তাঁর ভাষণের জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং আমার বাসনা মানুষ বেশি করে তাঁর কথা শুনুক। একজন সাংবাদিক হিসেবে আমার প্রচেষ্টা থাকবে দর্শকদেরকে এই পবিত্র বাণীর কিয়দংশ যেন দেখাতে পারি যা আমি রেকর্ড করেছি। হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত আমার উপর এক অবর্ণনীয় প্রভাব সৃষ্টি করেছে। আমি যখন তাঁর হাত স্পর্শ করলাম, মনে হল যেন আমার শরীর বেয়ে বিদ্যুত তরঙ্গ খেলে গেল। তাঁর মধ্যে এক আধ্যাত্মিক শক্তি আছে। আমি এই কথা বলতে গিয়েও সেই একই রকম অনুভুতি হচ্ছে। হুযুর আনোয়ারে হাত চুম্বন করা যায়, একথা আমার জানা ছিল না। অন্যান্য লোকদেরকে চুম্বন করতে দেখে আমার মনেও এখন এই বাসনা জেগেছে।

তিনি সাক্ষাতকালে প্রশ্ন করেন, আহমদী মুসলমান এবং অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য কি? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: এই মূহূর্তে যে বাহ্যিক পার্থক্য আপনি দেখছেন এবং এখানে এসে যা কিছু আপনি দেখেছেন সেটি হল, বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্র বিদ্যমান আহমদীয়া মুসলিম জামাত খিলাফতের ছায়াতলে এক নির্দেশে চলে, একই ধরণেরর চিন্তাধারা পোষণ করে এবং একই শিক্ষা মেনে চলে। অপরদিকে অন্যান্য মুসলমানদের কাছে এমন কোন নেতা নেই। প্রত্যেক ফির্কা নিজের নিজের বুলি আওড়াতে থাকে। বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে এটিই মূল পার্থক্য। এই কারণেই পৃথিবীর যে কোন স্থানে- পশ্চিম আফ্রিকা, পূর্ব আফ্রিকা বা ইন্ডোনেশিয়া, দ্বীপপুঞ্জ, লাতিন আমেরিকা বা মার্কিন মুলুক, ইউরোপ হোক বা এশিয়া- আপনি গিয়ে দেখুন, প্রত্যেকের চিন্তাধারা একই প্রকারের হবে। ভিন্ন ভিন্ন জাতি বলে তাদের চিন্তাধারাও যে ভিন্ন হবে, এমনটি আপনি কোথাও দেখবেন না। সেই চিন্তাধারা হল আল্লাহ্‌র বাণীকে প্রসারিত করা এবং পরস্পরের অধিকার প্রদান করা। এই একটি চিন্তাধারার কারণেই আঁ হযরত (সা.) আজ থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, চতুর্দশ শতাব্দীতে যে মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী আসবেন তাকে তোমরা মান্য করো। এরপর খিলাফতের ধারা সূচিত হবে আর মুসলমান জাতি তাকে মান্য করলে এক অভিন্ন জাতিতে পরিণত হবে। এই কারণেই বিরোধীতা সত্ত্বেও মুসলমানদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ আমাদের জামাতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন এবং এই চিন্তাধারাই নিয়েই তারা জামাতে আসেন যে, শান্তি, ভালবাসা এবং ভ্রাতৃত্ববোধের পরিবেশ বজায় রাখতে হবে এবং আল্লাহ্‌ তা'লার আদেশ মেনে চলতে হবে। এই জন্য আমরা আশা করি যে, একদিন আসবে যেদিন সমস্ত মুসলমানদের চিন্তাধারা এক বিন্দুতে মিলিত হবে এবং তারা জামাতের বাণী অনুধাবন করতে আরম্ভ করবে।

মারিয়া নেভেস্কা বলেন: জলসায় দ্বিতীয় বার অংশগ্রহণ করে আমি ভীষণ আনন্দিত। এটি বিরাট জনসমাবেশ ছিল আর আমার জন্য এক অসাধারণ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাও বটে। জলসাচলাকালে এক মূহুর্ত এমনও এসেছিল যখন আমি অনুভব করলাম যেন চতুর্দিক থেকে আধ্যাত্মিকতার ঢেউ উঠে আসছে। এক সময় সকলে সমবেত হয়ে ইবাদত করছিলেন। এই সব কিছু ইসলাম সম্পর্কে আমার চিন্তাধারাকে এক এক করে পাল্টে দিচ্ছিল। সকলে একসঙ্গে কিভাবে পরস্পর যুক্ত রয়েছে, এটাই আমার কাছে চরম আশ্চর্যের বিষয় ছিল। আমাকে এই অনুষ্ঠানের অংশ করে নেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

ড্যানিয়েল কুকলিভ সাহেব বলেন: জলসা সালানায় আমার এটি দ্বিতীয় অংশগ্রহণ। এবার আমি বেশি মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করছি। আমার ধারণা, অন্যান্য দেশ থেকে অধিক সংখ্যক মানুষ এসেছেন। খাদ্য অত্যন্ত সুস্বাদু ছিল। নামাযের সময় চল্লিশ হাজার মানুষ ছিলেন, তা সত্ত্বেও এমন নীরবতা ছিল যেন কোনও মানুষই নেই। এটি আমাকে বিস্ময়াভিভূত করেছে আর এর থেকে বোঝা যায় যে, সমস্ত মানুষ তাদের ধর্ম এবং খলীফাকে অত্যন্ত সম্মান করে।

নাতালজা ক্রেতাস্কা সাহেবা লেখেন: এই জলসায় অংশগ্রহণ করে আমি ভালবাসা এবং মানবতার প্রতি সহানুভুতির এমন এক জ্যোতি প্রাপ্ত হয়েছি যা আমাকে পথ দেখিয়েছে। খোদাকে আমরা নিজেদের পুণ্য কর্মের মাধ্যমে লাভ করতে পারি। কিন্তু আমাদের সকলের উচিত আন্তরিকতার সাথে খোদার আনুগত্য করা, যাতে এই পৃথিবী সুন্দর স্থানে পরিণত হতে পারে। দ্বিতীয়বার জলসায় অংশগ্রহণ করাকে আমি নিজের সৌভাগ্য বলে মনে করি।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 4 Thursday, 9 May, 2019 Issue No.19

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

খুতবার শেষাংশ..

এবং খিলাফতের সাথে সেই সম্পর্ককেশুধু রক্ষাকারীই না হন বরং আরো সুদৃঢ়কারী হন। তার তিন পুত্র ও তিন কন্যা রয়েছে। যেমনটি বলেছি, (মরহুমের) বড় ছেলে সুলতান মুহাম্মদ খান হলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র জামাতা।

এলাকার দরিদ্র জনসাধারণের অনেক সেবা করতেন, বিশেষকরে অভাবী মহিলাদের প্রতি তার অসাধারণ সদ্ব্যবহার ছিল। মহিলারা বলেছেন যে, মালেক সাহেবের জীবদ্দশায় আমরা এলাকায় নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করতাম আর এখন তার তিরোধানের পর আমাদের ভয় হচ্ছে। আটক অঞ্চলে চরম শত্রুতাও রয়েছে আর হৃদয়ের পাষণ্ডতাও অনেক বেশি। দরিদ্রদের কোন অধিকারই দেওয়া হয় না। কিন্তু বড় জমিদার এবং এলাকার সম্মানিত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও দরিদ্রদের তিনি অনেক সেবা করতেন।

কানাডা নিবাসী তার বোন রাশেদা সাইয়্যাল সাহেবা বলেন, আমার ভাই সুলতান হারুন খান সাহেব বহু গুণের আধার ছিলেন। আহমদীয়াতের জন্য পরম আত্মাভিমান রাখতেন এবং খিলাফতের খাতিরে প্রাণ বিসর্জনকারী, বন্ধুদের সত্যিকার বন্ধু আর শত্রুদের প্রতি কঠোর ছিলেন। দরিদ্র এবং মিসকীনদের অবলম্বন ছিলেন। তিনি বলেন, একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) আমাকে একটি পত্রে লিখেছেন যে, তোমার পিতা কর্ণেল সুলতান মাহমুদ খান সাহেব আহমদীয়াতের জন্য একটি নগ্ন তরবারি ছিলেন। আর তোমার ভাইদের মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

ঐ এলাকায় তাদের চরম শত্রুতা ছিল। এলাকায় এটিই শত্রুতার রীতি, বিভিন্ন জায়গা-জমির কারণেও শত্রুতা হয়ে থাকে, এছাড়া আহমদীয়াতের কারণেও শত্রুতা হতো, তখন একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তাকে বলেছিলেন, গুলি আসবে কিন্তু তা উপর দিয়ে চলে যাবে, ইনশাআল্লাহ্ তোমার কিছুই হবে না। তিনি (অর্থাৎ মরহুমের বোন) লিখেন যে, খলীফা সালেসের এই কথা আমরা পূর্ণ হতে দেখেছি। ১৯৭৭ সনে ফতেহ্জঙ্গ পুলিশ স্টেশনে তার ওপর প্রাণঘাতী হামলা হয় আর মালেক সুলতান হারুন সাহেবের ওপর গুলি চলে এবং মাথার চুল ঝলশে দিয়ে তাচলে যায় কিন্তু তার (দেহে) কোন আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি। আল্লাহ্ তা'লা অলৌকিকভাবে তাকে রক্ষা করেন। দরিদ্র এবং মিসকীনদের প্রতি তিনি অনেক উদার ছিলেন। তিনি (অর্থাৎ মরহুমের বোন) আরো লিখেন যে, আর দুর্বল ও অসহায় লোকদের জন্য তিনি অবলম্বন ছিলেন।

তার (মরহুমের) বড় ভাই মালেক সুলতান রশীদ খান সাহেব বলেন, আমাদের পিতার মৃত্যুর পর আমাদের পরিবারের সত্যিকার অভিভাবক তিনিই। আমার সকল চেষ্টা সত্ত্বেও যখনই জামা'তের কোন কাজ হতো, তিনি সর্বদা অধমের চেয়ে অগ্রগ্রামী থাকতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), সম্মানিত খলীফাগণ এবং জামা'তের সত্যিকার নিবেদিতপ্রাণ প্রেমিক ছিলেন। একবার ১৯৭৪ সনের ঘটনাবলীর পর আমার সামনে একজনঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা তাকে বলেন, আপনাদের হযরত সাহেবের ওপর আপনার ঈমানের অবস্থা কেমন বলে মনে করেন? পাঞ্জাবীতে তিনি উত্তর দেন যে, "লোহে ওয়ারগা" অর্থাৎ খিলাফতের প্রতি আমার বিশ্বাস লোহার ন্যায় দৃঢ়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র হিজরতের সফরে তিনি করাচী পর্যন্ত সহযাত্রী ছিলেন, অর্থাৎতাঁর সাথে যাওয়ারসুযোগ হয়। রশীদ সাহেব লিখেন, আমার কাছে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র যেসব চিঠিপত্র সংরক্ষিত আছে এর মধ্য হতে একটি পত্রে হুযূর অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্রাবে (রাহে.) তাকে আহমদীয়াতের জেনারেল আর অপর স্থানে আহমদীয়াতের জন্য ভালোবাসা ও আত্মাভিমানের নগ্ন তরবারি আখ্যা দিয়েছেন। রাতের নফল ইবাদত ও কুরআ ন করীম (পাঠের) যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে,রশীদ সাহেব লিখেন যে, অনেক কম মানুষই এ সম্পর্কে জানবেন। কেননা ঘুণাক্ষরেওতিনি এর উল্লেখ করতেন না কিন্তু উভয় দায়িত্ব খুবই নিয়মিতভাবে পালন করতেন। তার বড় ভাই লিখেন, যদি ২০১৬ সনে আমার গুরুতর অসুস্থতার সময় আমরা দু'জন চারমাস পর্যন্ত একই কক্ষে একসাথে না থাকতাম তাহলে হয়ত আমিও জানতে পারতাম না। সে দিনগুলোতে আমার জন্য ওঠা-বসা কঠিন ছিল, উনি আমার সেবা-শুশ্রূষার জন্য একই কক্ষে আমার সাথে থাকতেন। তখন আমি তাকে যেভাবে নিয়মিত নফল পড়তে ও কুরআন তিলাওয়াত করতে দেখেছি তা আমার জন্য খুবই মূল্যবান বিষয় ছিল। তিনি বলেন, আমি তাকে বললাম, আপনি যে কষ্ট করছেন তার চেয়ে আমার জন্য দু'একজন সেবক বা চাকর রাখলেই তো হতো, তারা আমার সেবা করবে। তখন তিনি বলেন, আমি যখন আপনার কাছে উপস্থিত আছি তখন আবার চাকরের কি প্রয়োজন?

এরপর রশীদ সাহেব লিখেন, পরম মানবহিতৈষী মানুষ ছিলেন। সব মিলিয়ে ৯/১০টি স্কুল নির্মাণ করিয়েছেন। কখনো এমন সময়ও এসেছে যখন আয়-উপার্জন বেশি হয়নি তাই স্কুলের জন্য দিতে পারেন নি। এমন অবস্থায় তিনি স্বয়ং একবার শ্রমিকদের সাথে শ্রমিকের কাজও করেন আর শ্রমিকদের বলেন, তোমাদের চেয়ে আমি বেশি কাজ করি। এমন কোন ভাব ছিল না যে, আমি কোন নবাবের পুত্র বা এলাকার বড় জমিদার।

তার দুহিতা মাহমুদা সুলতানা কাশেফ লিখেন যে, খিলাফতের প্রতি আমার আব্বাজানের ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা কোন গোপন বিষয় নয়। বোধ-বুদ্ধির বয়স হতেই নিজ পিতার কাছ থেকে উঠতে-বসতে যে শিক্ষা পেয়েছি তা হলো, খোদা তা'লার ওপর সর্বদা আস্থা রাখবে আর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বদা দোয়ার মাধ্যমে কাজ নেবে, দোয়া না থাকলে কিছুই নেই। তিনি খোদা তা'লার প্রতি অশেষ আস্থা রাখতেন। খুবই সাহসী ও নির্ভিক মানুষ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া কাউকেই ভয় করতেন না। সৃষ্টিসেবায় লেগে থাকতেন।

একইভাবে তার পুত্র সুলতান মুহাম্মদ খান বলেন, আমার পিতা অনেক সামাজ সেবা করেছেন। ৮টি স্কুল নির্মাণ করিয়েছেন। ২টি কবরস্থানের জন্য জমি দিয়েছেন এবং ৮টি স্কুলের জন্য জমি দিয়েছেন। অনেক দরিদ্র মানুষের জন্যচাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি দয়া ও ক্ষমার আচরণ করুন আর তার সন্তান-সন্ততিকেও পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন আর জামাত ও খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন। যেমনটি আমি বলেছি, নামাযের পর আমি (মরহুমের গায়েবানা) জানাযা পড়াবো।

২য় পাতার শেষাংশ..... **********

উদ্যত হল। কিন্তু আমাদের নবী (সা.) পূর্ণ ও প্রকৃত পরিত্রাণ করলেন। নবী করীম (সা.) যদি না ইসলামকে ক্ষমতা, বৈভব ও রাজত্ব দান করতেন, তবে মুসলমান জাতি চিরকালের তরে নিপীড়িত হিসেবে থেকে যেত, কাফেরদের হাত থেকে কখনই মুক্তি পেত না। আঁ হযরত (সা.)-এর হাতে মুক্তিলাভের অপর একটি রূপ হল স্বাধীন ও সার্বভৌম ইসলামী শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। দ্বিতীয়টি হল পাপ থেকে তাদের পরিত্রাণ করা। আরব জাতি পূর্বে কিরূপ ছিল আর পরিবর্তিত হয়ে কোন রূপ ধারণ হল, তা বোঝাতে আল্লাহ্ তা'লা উভয় চিত্রই তুলে ধরেছেন। দুটি চিত্র পাশাপাশি রেখে তুলনা করলে তবেই পূর্বের অবস্থা সম্পর্কে অনুমান করা যাবে। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'লা মুসলিমদেরকে এই দুই প্রকারের মুক্তি দানে ধন্য করেছেন-শয়তান থেকেও এবং জাগতিক উৎপীড়ন থেকেও।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৯-২১) (ভাষান্তর: মির্যা সফিউল আলাম)

যুগ ইমামের বাণী

"পরনিন্দা ও পরচর্চা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে বিরত রাখা উচিত।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪০৭)

দোয়াপ্রার্থী: আব্দুস সালাম, জামাত আহমদীয়া নারার ভিটা (আসাম)

যুগ ইমামের বাণী

যখন তোমরা এক ও অভিন্ন সত্তার ন্যায় হবে, তখন বলা যাবে যে তোমরা আত্ম-সংশোধন করেছ।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪০৭)

আব্দুর রহমান খান, জেনারেল ম্যানেজার (Lily Hotel) গৌহাটি

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir